ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 August 2021 ■ আগরতলা ৩০ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৩ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সরকার ও দলের কাজকর্মে অসন্তোষকে পুঁজি করে চাপের রাজনীতির পথেই বিজেপির বিদ্রোহী শিবির

তৃণমূলে যাচ্ছি না, দলবদলের জল্পনায় জল ঢাললেন সুদীপ

রবিবার সুদীপ বর্মনের নেতৃত্বে তুলসীবতী স্কুলের অডিটরিয়ামের মঞ্চে উপস্থিত নেতারা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। রাজ্যে তৃণমূলের আস্ফালনে বিজেপির "বিদ্রোহী" শিবিরের চাপের রাজনীতির কৌশলী চাল এবার প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে। বিজেপির বিদ্রোহী শিবির আজ তৃণমূলে যোগদানের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে সরকার ও দলের আচরণে অসন্তোষ নিয়ে আগরতলায় তুলসিবতী বিদ্যালয় মিলনায়তনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছে। নেতৃত্বে রয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ। তবে আজ অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে, উপ-নির্বাচনের ঝুকি এড়িয়ে চাপের রাজনীতিতেই সিলমোহর দিয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়করা। বিজেপি অবশ্য বিদ্রোহী বিধায়কদের কৌশলী চালে অনেকটাই অস্বস্তিতে রয়েছে তা আরো স্পষ্ট হয়েছে আগামীকাল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজ্য সফরকে ঘিরে। তবে, বিদ্রোহীদের দর কষাকষি সামলে বিজেপি ঘর গুছানোর কাজ দ্রুত করতে চাইছে বলেই মনে হচ্ছে।

রাজ্যে সরকার গঠনের আগে থেকেই সুদীপপন্থীদের সাথে মনোমালিন্য ছিল বিজেপির একাধিক প্রদেশ নেতৃত্বের। হাজারো আপত্তি সত্ত্বেও সরকার প্রতিষ্ঠায় আপোষ করেছেন উভয় শিবির। তবে, সরকার গঠনের পরও মতানৈক্য দূর হয়নি। দিন যত গড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সুদীপ রায় বর্মনের দুরত্ব ততোই বেড়েছে। পরিণাম রাজ্যে বিজেপিতে বিদ্রোহী শিবিরের জন্ম হয়েছে। দলের একাধিক বিধায়ক বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রিত্ব হারানোর পর থেকে সুদীপ রায় বর্মণ অনেকটা বিরোধী দলের নেতৃত্বের মতোই আচরণ শুরু করেছেন। সরকারের নানা অনিয়ম নিয়ে বারে বারেই তিনি সোচ্চার হয়েছেন।

এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় দফায় সরকার গঠনের পর থেকে ত্রিপুরার দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন। ঘন ঘন তৃণমূল নেতৃত্বের রাজ্য সফরে একদিকে রাজনীতির ময়দান গরম হয়েছে, অন্যদিকে বিজেপি বিদ্রোহী বিধায়কদের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। সম্প্রতি সুদীপপন্থীরা কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছেন, এমন খবর মুখরোচক হিসেবে দারুন সাড়া ফেলেছে। সূত্রের দাবি, সুদীপ বাবুরা তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে দর কষাকষি করছেন। কিন্তু, বিষয়টি সম্পুর্ন গুজব বলে সুদীপ রায় বর্মণ দাবি করেছেন।

তবে, গত কয়েকদিন ধরেই বিদ্রোহী বিধায়করা চাপের রাজনীতির প্রশ্নে ঘুটি সাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে এখনো দেড় বছর বাকি রয়েছে। ফলে, এখনই দলবদল করে দলত্যাগ বিরোধী আইনের গ্যারাকল থেকে নিরাপদে থাকতে চাইছেন সকলেই। তাই, চাপের রাজনীতির কৌশল হিসেবে দলে থেকেই নানা বিষয়ে বিরোধিতা জারি রাখবেন তাঁরা। আজ আগরতলায় তুলসিবতী বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এক সভার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় মূলত বিজেপির প্রতি অসন্তুষ্ট নেতা, কর্মী ও বিধায়কদের উপস্থিতি ছিল বলে সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়েছেন। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক আশীষ দাস, বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাঙ্খল সহ বিজেপির বহু শীর্ষ ও পুরনো নেতৃত্ব।

এদিন সুদীপ বাবু সাফ জানিয়েছেন, তৃণমূলের নেতৃত্বের সাথে তাঁদের যোগাযোগ হয়নি। ফলে, তৃণমূলে যোগদানের প্রশ্নই আসেনা। তবে, দল ও সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতা, কর্মী ও বিধায়করা আজ এখানে মন খুলে কথা বলতে এসেছেন। কারণ, তাঁরা কথা বলতে পারছেন না। দল ও সরকার আমাদের কথা শুনছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে সম্পত্তি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ভাই-ভাতিজাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর ২৯ আগস্ট।। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন। এই মধুর সম্পর্কটিও কখনো কখনো সম্পদ,অর্থ,খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কাছে হার মেনে নেয়।

ঠিক এমনিই একটি ঘটনা ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনসুর আলী ও তার ভাইদের মধ্যে।

জানা যায় বাবা প্রয়াত চেরাগ আলীর ১৩ কানির বেশি জমি রয়েছে, কিন্তু এই জমির প্রাপ্য জমি মনসুর আলীকে ভোগ করার জন্য দিচ্ছে না তারই আপন বড় ভাই সুন্দর আলী ওসত্তর আলী। জানা যায় সুন্দর আলীর এবং তার ছেলে ভাই ভাতিজা সবাই এই ১৩ কানি জমি প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরে একাই ভোগ করছে। কিন্তু হতভাগা ছোট ভাই এলাকার মেম্বার প্রধান থেকে শুরু করে এলাকার জনগণকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। জানানোর পরও আজও পর্যন্ত কেউ এই জায়গার সঠিক সমাধান বের করে দিতে পারেনি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মনসুর আলীর একটি জোত জমি ছিল। এই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে মনছুর আলী এখানে একটি ঘর বানিয়ে থাকছে ও চাষাবাদ করে আসছে। এই জমিতে সামান্য কিছু সবজি চাষ করে কোনমতে দিনযাপন করছেন মনছুর আলী। গতকাল মনসুর আলীর এই ঘরটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় তারই আপন বড় ভাই এবং ভাতিজারা। এই ঘটনাটি জানার জন্য কমলনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় পৃথক দূর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থা দু'জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক দপ্তর যতদিন পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করবে যান দুর্ঘটনা পিছু ছাড়বে না গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুরে। ফের পৃথক দুই জায়গায় দুইটি যান দুর্ঘটনায় আহত দুইজন। এস.এম.এল ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুত্বর আহত একজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং খোয়াই চৌমুনী এলাকায়। রবিবার দুপুর দুইটা নাগাদ এবং অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এলাকায়।

খবরে জানা যায়, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে খোয়াই চৌহমুনী এলাকায়। আগরতলার দিক থেকে একটি এস.এম.এল গাড়ি মনু যাওয়ার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হয় বাইক চালক দীপক দেবনাথ (৪০)।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত জনগণ খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত দীপক দেবনাথকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দীপক দেবনাথের মাথার পেছনে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি.বি হাসপাতালে প্রেরণ করে। এদিকে এস.এম.এল গাড়ির চালক তপন মজুমদারকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের মধ্যে মডেল রাজ্য হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে ত্রিপুরা, জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। দেশের মধ্যে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে ত্রিপুরা। দেশের বা রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত মহিলা স্বরোজগার ও ক্ষমতায়ণ। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, মহিলাদের রোজগার তৈরির মাধ্যমেই সার্বিক বিকাশ সম্ভব। তাই স্বসহায়ক দল গঠন সহ বিভিন্নভাবে মহিলাদের রোজগার তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরফলে সমগ্র দেশে যেমন বেড়েছে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা তেমনি ত্রিপুরাতেও স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলাদের রোজগার তৈরির লক্ষ্যে কাজ চলছে।

এই কর্মযজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গিরিরাজ সিং আশা প্রকাশ করেন স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে অধিক এলাকার প্রায় প্রতি পরিবারকে এই স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত করা

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের স্বসহায়ক দলের অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, মহিলাদের রোজগার তৈরির মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী সংখ্যায় মহিলাদের যুক্ত করে তাদের রোজগার তৈরির লক্ষ্যে যেভাবে রাজ্য সরকার কাজ করছে তাতে অচিরেই বিশেষ করে গ্রামীণ সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় মোট জিডিপি'র অর্ধেক ভাগিদার যেন মহিলারা হতে পারে সেই প্রত্যাশাও তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুত্র সন্তানের জন্ম দিল নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। গত কিছুদিন পূর্বে বিজেপির শাসকদলীয় নেতা কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ১৬ বছর বয়সী তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহারাণীপুর কপালিটিলা এলাকার এক নাবালিকা। কৃষ্ণপুর বিধানসভা ২৪ নং বুথের বুথ সভাপতি শ্যামল সরকার মহারানী পুর কপালিটিলা এলাকার এক নাবালিকা মেয়েকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। অন্তঃসত্ত্বা করার ঘটনায় বেশ কিছুদিন পূর্বে তেলিয়ামুড়ায় ছিঃ ছিঃ রব বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত শ্যামল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছিল। আদালতের আদেশ অনুসারে বর্তমানে সে জেল হাজতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় বাইপাস রোডে পথচারী আক্রান্ত, ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। বিশালগড় বাইপাসে এক যুবককে মারধর করে টাকা পয়সা ছিনতাই করেছে দুস্কৃতিকারীরা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন নবনির্মিত বাইপাস এলাকায়। শনিবার রাতে বাইপাস এলাকায় মুক্তার হোসেন যুবককে মারধর করে কিছু দুস্কৃতিকারীরা।

নবনির্মিত বাইপাস থেকে টাকা এবং মোবাইল ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন মুক্তার হোসেনের মা। পরবর্তী সময় মুক্তার হোসেনের চিৎকারে পার্শবর্তী লোকজন দেখে দুস্কৃতিকারী পালিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে। বাড়িঘরের লোকজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত যুবককে তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে চিকিৎসা করিয়ে বিশালগড় থানায় মামলা করে। আহত যুবকের মা আরো জানান এদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

রাজ্যে আসছেন বিজেপির তিন হেভিওয়েট নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। সোমবার রাজ্যে আসছেন বিজেপির তিনজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই তিন হেভিওয়েট নেতা হলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ সোনকর, দলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামওয়াল এবং দলের অসম ও ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক ফণিন্দ্রনাথ শর্মা।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে তারা চারদিন রাজ্যে অবস্থান করবেন। এই সময়ের মধ্যে দলের রাজ্য নেতৃত্বদের সাথে ম্যারাথম বৈঠক করবেন। একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের উপস্থিতিতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার রদবদল হতে পারে। তবে, তাঁদের রাজ্যে আসা এবং দলীয় নেতৃত্বের সাথে বৈঠকের নেপথ্যে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিই মূখ্য। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের তৎপরতা এবং দলের একাংশ বিধায়কদের অসন্তোষ- এই নেতৃত্বদের রাজ্য সফরকালে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে।

উদয়পুরে আবারও আক্রান্ত শাসক দলের কর্মী, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ আগস্ট।। আবারো শাসক দলের নেতার উপর হামলা। এবার ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।আহত শাসক দলের কর্মী নেতার নাম অজিত পোদ্দার।

ঘটনা আজ বিকালে রাজনগর পঞ্চায়েতে। সি পি এম কর্মী গোপাল দেবনাথের সাথে কোন একটা বিষয় নিয়ে এক বুথ টুয়েন্টি ইয়ুথএর সভাপতি অমিত পোদ্দারের কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, তারপর বাঁশ দিয়ে অজিত পোদ্দারের ওপর হামলা করে বাম কর্মী গোপাল দেবনাথ। পরবর্তী সময়ে অজিত পোদ্দারকে উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ব্যাপারে অজিত পোদ্দার রাধাকিশোরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় শাসক দলীয় কর্মীরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্যেও গরীব মারার নীতি চলছে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। শ্রমিকদের কাজ নেই। সিপিআইএমের সময় রাজ্যে রেগা শ্রমিকদের বছরে ১০০ দিনের কাজ না করতে পারলেও ৯০-৯৪ দিনের কাজ হতো। এখন রেগা কাজ ৩৪-৩৫ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে গ্রামের মানুষদের অর্থ নেই। আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তারা শহরমুখী হচ্ছে না। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী।

বাজেটে রেগা অর্থ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার সেই জায়গা থেকে চলছে লুটপাট। ফলে লেখার শ্রমিকরা প্রকৃত মূল্য নিয়ে যেতে পারছে না বাড়িতে। তাই মানুষের হাতে অর্থ না থাকায় শহরমুখী হচ্ছে না। সরকার হাতে না মারলেও ভাতে মেরেছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবৃত্তের মানুষদের। সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব মারার নীতির কারণে এমনটা হচ্ছে। রবিবার টাউন হলে ত্রিপুরা অটোরিকশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৮ ম রাজ্য সম্মেলনে এমনটাই

রবিবার আগরতলায় অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

বললেন বক্তা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। কারণ পেট্রোপণ্য জ্বালানির মূল্য বাড়ছে। ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে। রাজ্য সরকার স্বনির্ভর কথা বলে মূল্য বৃদ্ধি করছে। অর্থ সঙ্কট প্রতিফলন ঘটছে। এইগুলি মূল কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার।

ব্যতিক্রম নয় রাজ্য সরকারও। জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্য সরকার বরং কেন্দ্রীয় সরকারের একধাপ এগিয়ে আছে। রাজ্যের অটোরিকশা শ্রমিকরা সারাদিন অটো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশফুল জানান দিচ্ছে 'মা' আসছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। শারদীয়া দুর্গোৎসব সমাগত প্রায়। কাশ ফুলের সমাহার ও ঢাকে কাঠি করার মধ্য দিয়ে ভেসে আসে আগমনী বার্তা। প্রকৃতি যেন গন্ধ ছড়িয়ে দেয়ায় গোটা মর্তলোকে। সেই আনন্দ মুখর দিনের অপেক্ষায় গোটা রাজ্যবাসী। প্রতিটি বাঙালির জন্য একটি বিশেষ এবং শুভ উৎসব। এটি সমগ্র সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। মানুষের রাগ, অভিমান, ঝগড়া, দুঃখ সব ভুলিয়ে দেয়।

প্রতিবছর মহালয়ার মাধ্যমে দুর্গাপূজার সূচনা হয়। ঢাকের আওয়াজ থেকে শুরু করে "শিউলি" ও "কাশ" ফুল থেকে কুমোরটুলির মাটির প্রতিমা এবং রাস্তায় জনস্রোত। প্রতিটি বাঙালি এই সংকেতগুলির সাথে অনুরণন করতে পারে যে দুর্গাপূজা একদমই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু দরজা খুলে ঢোকার পালা। তবে কাশফুল সম্বন্ধে একটু না বললেই চলে না। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সাদা

রঙের ঘাস জাতীয় একটি ফুল। সাধারণত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানে জন্মায় কাশ ফুল। শরৎ কালে ফোটে এই ফুল। শরতের কাশফুল এবং শারদীয়া দুর্গা পূজা পরস্পরের পরিপূরক। এই ফুল ফুটলে মানুষ বুঝতে পারে শরৎ আগত। আর শরৎকাল আসা মানেই মা আসছেন...।

শরতের কাশফুলের সাদা শুভ্রতা আর তার সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ মনে করিয়ে দেয় দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমনী বার্তার কথা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, মা দূর্গা আসে কাশফুলকে সঙ্গী করে।

শরতের ভোরের শিশিরের পরশ, ঢাকের শব্দ আর ভোরের শিউলি তলা-এসবই মনে করিয়ে দেয় আসছে দূর্গাপুজো। কথিত আছে, দেবী দুর্গার সব থেকে পছন্দের ফুল শিউলি। তাই, দুর্গাপুজোর অঞ্জলিতে শিউলি ফুলের গুরুত্ব অপরিসীম। শরতের শিউলি ফুল বয়ে আনে দূর্গাপূজা বা দুর্গোৎসবের আগমনী বার্তা। এই ফুল ব্যবহার না করলে দূর্গাপূজা অসম্পূর্ণ। শিউলি ফুল প্রতিটি বাঙালিকে এই অনুভূতি দেয়, মা দুর্গা আসছেন।বাঙালীর প্রিয় উৎসব দূর্গাপূজা প্রায় দ্বারপ্রান্তে। দূর্গাপূজা প্রতিটি বাঙালির জন্য একটি বিশেষ এবং শুভ উৎসব। এটি সমগ্র সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। মানুষের রাগ, অভিমান, ঝগড়া, দুঃখ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩১০ ▫ ৩০ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ১৩ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সংকীর্ণতার কালো মেঘ

স্বাধীনতার পর পচাত্তর বছর পার হইলো। চারপাশে যে সংকীর্ণতার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার মূলে ক্রমবর্ধমান অশিক্ষা। আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।

আমাদের হতভাগ্য দেশে ''কারারুদ্ধ'' পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। তাহাতে ''সত্য ও প্রাণের জিনিস'' নাই স্বাধীন পাঠের অবকাশ নাই। শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।'' নতুন ভারত গড়া, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা, ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধ নির্মাণ, জ্ঞানের প্রসারণ ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধান, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়।

শিক্ষায় নেতৃত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়: বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব আচার্য, উপাচার্য, সেনেট, সিন্ডিকেট ইত্যাদির উর্ধ্বে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারগুলিকে। সেই পথে কালনাগিনী প্রবেশ করিল। সংকীর্ণ রাজনীতিই যে ধীরে ধীরে শিক্ষাঙ্গনকে ক্রমশ কলুষিত করিবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ইউফোরিয়ায় নেহরু এবং তাঁর সহযোগীরা তা অনুমান করিতে পারেন নি। পাঠক্রমে কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হইলেও তা অলীক রূপকথা। শিক্ষার বিভাজনের সেই শুরু। বলা হয়, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বভারতীয় ভাষা হবে হিন্দি, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হইবে। শিক্ষকের মূল্য ও পদোন্নতির কথাও বলা হয়। বলা হয়, ছাত্রকল্যাণের কথা। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন এই সুপারিশগুলিকে নতুন করিয়া যাচাই করিয়া স্ট্রিম নির্বাচনের পরামর্শ দেয়। কমিশনের মতে, ''সুষম-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ'' সৃষ্টি করা শিক্ষার লক্ষ্য। ১৯৬৪ সালে ডি এস কোঠারির নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়, এবং দু''বছর পর রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়, তার সদস্যদের মধ্যে ইংল্যান্ডের এইচ এল এলভিন, আমেরিকার আর রেভেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের শুমভস্কি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ছাড়াও ছিলেন ত্রিগুণা সেন, জে পি নায়কের মতো বিদ্বানরা।

তাঁহারা কয়েকটি বাস্তব সমস্যা লক্ষ করেন।যেমন বেকারত্ব, জাতীয় সংহতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ক্লাসঘরেই তো দেশের ভবিষ্যতের কাঠামো তৈরি হইবে। শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধের কথাও বলা হয়। কথাগুলো ঠিক। তবে কেন হ য ব র ল-র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো সাত দু''গুণে চোদ্দর চার, হাতে রইল পেনসিল? তবে কেন বিদ্যায়তনগুলিতে এত বিভ্রান্তি ও হতাশা? যেটা অনুধাবন করা হয়নি, সেটা হইল বহুভাষিক, বহুবিভাজিত, বহু অর্থনৈতিক শ্রেণির উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শূন্যবিত্ত, জটিল জাতপাতের দেশে কাজটি সুকঠিন। বারবার শিক্ষার কাঠামো বদলে ম্যাট্রিক, স্কুল ফাইনাল, এগারো বছরের উচ্চমাধ্যমিক, পরে মাধ্যমিক ও বারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক, দু''টি এবং পরে তিনটি ভাগে বিভক্ত স্নাতকতা, পরে সেমিস্টার পরীক্ষা শুধু থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভারতে যে সব উজ্জ্বল রত্ন তৈরি হইয়াছিল, পরে ষাণ্মাসিক পদ্ধতিতে কি তাহার চেয়ে বেশি হইল?বিদেশে আঙুলে গোনা ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যে সেমিস্টার সিস্টেম সম্ভব, এ দেশে কোটি কোটি ছাত্রের ওপর তা চাপাইয়া দেওয়া হইলে তাহা কি অযৌক্তিকতার পরাকাষ্ঠা নয়? এতে ''লেখাপড়ার কালোবাজার'' স্ফীত হওয়া ছাড়া বিদ্যার বিকাশে কাহিরও লাভ হইবে না। জাতীয় চরিত্র নিয়া যে কোনও সাধারণীকরণই ভ্রমাত্মক। দেশ স্বাধীন হইবার পর উচ্চশিক্ষায় প্রচুর অর্থবিনিয়োগ হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চাশা মিটাইতে। বিনিয়োগের কর্তা নেতাবাবুরা। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা খুব প্রবল নয়। আর স্বাধীন ভারতে হাত-কচলানো সংস্কৃতি স্থায়ী আসন গড়িয়া নিয়াছে। এই ব্যাপারে যাহার যত পটুত্ব তাহার ততই পোয়াবারো। বলিতে দ্বিধা নাই যে, শিক্ষাব্যবস্থার মুখ থুবড়ে পড়িবার অন্যতম প্রধান কারণ হইল শিক্ষকের অবমূল্যায়ন। ছেলে মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে সরকারকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষানুরাগীদের চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইয়া শিক্ষাব্যবস্থা গৃহীত হইবে কর্মমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রোজগারের পথ নিশ্চিত করিবে।

শিখা মিত্র যোগ দিলেন তৃণমূলে, বললেন মমতার বিকল্প হয় না

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন শিখা মিত্র। ছ''বছর পর তৃণমূল কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পর প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের স্ত্রী বললেন, কখনও তৃণমূল ছাড়েননি তিনি। স্রেফ সামান্য মতবিরোধ হওয়ার কারণে ঘাসফুল শিবির থেকে সরে গিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতার প্রশংসা করে শিখা বলেছেন, মমতার বিকল্প হয় না। রবিবার দুপুরের তৃণমূল সাংসদ মালা রায়, চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চৌরঙ্গির তৃণমূল পার্টি অফিসে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন শিখা মিত্র। একসময় চৌরঙ্গির বিধায়ক ছিলেন শিখা মিত্র। এদিন তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনের পর শিখা মিত্র বলেছেন, মমতা আমায় শ্রদ্ধা করে ভালোবাসেন। মমতার বিকল্প হতেই পারে না। একইসঙ্গে জানান, তিনি তৃণমূল কোনও দিন ছাড়েননি। সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন বঙ্গজননীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন শিখা মিত্র। তৃণমূলে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হল শিখার। কারণ, ২০০৮ সালে স্বামী সোমেনের সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে সোমেনের ছেড়ে যাওয়া অধুনা লুপ্ত বিধানসভা শিয়ালদহ থেকে উপনির্বাচনেও জিতেছিলেন তৃণমূলের হয়ে।

কারনালের ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত চাইলেন হুডা, বললেন দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত

চন্ডীগড়, ২৯ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানার কারনালের ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানালেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপিন্দর সিং হুডা। বললেন দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত। রবিবার হুডা বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। মানুষের কণ্ঠরোধ করে নয়। শনিবারের ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। দোষীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কৃষকদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কৃষকরা। রবিবার অমৃতসর, লুধিয়ানা-সহ পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা অবরুদ্ধ করে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখান। দোষীদের শাস্তি চাইছেন অন্নদাতারা।

আত্মঘাতী শিলিগুড়ির সেবক ফাঁড়ির পুলিশকর্মী

শিলিগুড়ি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আচমকা সার্ভিস রিভলভার থেকে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী পুলিশকর্মী। রবিবার ভোরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় সুদীপ ছেত্রী নামে এক পুলিশকর্মীর। তাঁর বয়স ৪০ বছর। শিলিগুড়ির সেবক ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে ডিউতেই ছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকা সার্ভিস রিভলভার থেকে নিজের মাথায় গুলি করেন সুদীপবাবু। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। বিষয়টি টের পেতেই তড়িঘড়ি সেখানকার অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বেসরকারি হাসপাতালে।শনিবার রাতে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি। চলছিল চিকিৎসা। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। সেই সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আত্মহত্যার কারণ। তদন্তের স্বার্থে মৃতের পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মিশরের নারীমুক্তিকামী আন্দোলনকারী দার্শনিক-কবি দরিয়া শফিক

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মিশরের জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেছিল নারীর অবস্থার উন্নতি না হলে রাষ্ট্রের কোনও উন্নতি হবে না। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই নারীদের পক্ষে উন্মুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও পদক্ষেপের সূচনা হয়েছিল। বিদেশি দখলদারদের (থকে স্বাধীনতার জন্য কায়রোর পর্দাবিহীন মহিলারা স্লোগান দিচ্ছিল। এই বিক্ষোভগুলি মিশরের নারীদের প্রথম পর্বের উত্থানের পথকে প্রশস্ত করেছিল। আর এই পথে সওয়ার হয়েছিলেন ১৯০৮-১৯৭৫)। তিনি ছিলেন একাধারে নারীবাদী, দার্শনিক, কবি ও সম্পাদক। ১৯৪০- এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মিশরে নারী মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে দরিয়! শফিক মিশরের পার্লামেন্টে নারীর ভোটাধিকার আদায় করেছিলেন।

আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিশরের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেনের সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকে এগোতে থাকে। দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে এবং মিশর থেকে ব্রিটিশ সেনা অপসারণের দাবিতে আন্দোলন ঘনীভূত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে দরিয়া শফিক ফা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দরিয়া শফিক ফরাসি মিশন স্কুলে পড়াশোনার শুরু করেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি দেশের শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রাপ্ত স্কলারশিপ নিয়ে প্যারিসে যান এবং এখানে সারবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচটি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দু'টি গবেষণাপত্র লিখেছেন। প্রথমটি প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় উপযোগবাদী ধারণাকে নস্যাৎ করে এবং দ্বিতীয়টি বহুল আলোচিত নারী জাতির প্যারিসে থাকাকালীন তিনি আইনের ছাত্র নূর আল দীন রাগাইকে বিয়ে করেন। নুর আল দীন রাগই তীর স্ত্রী দরিয়া শফিককের সমস্ত কর্পয়াসকে সমর্থন জানান। ১৯৪০ সালে ফ্রান্স প্রত্যাশা ছিল দেশের যুব সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করবে। তবে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেও কায়ারো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সুযোগ তিনি পাননি। কারণ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পরিষদের ডিন দরিয়া শফিককে ''অনেক আধুনিক'' বলে তার ৭ বরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করেছিলেন।

দরিয়া শফিক দমবার পাত্র ছিলেন না। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল তার লক্ষ্মা। ১৯৪৫ সালে মিশরের রাজা প্রথম সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য পত্রিকা এর মুখা সম্পাদক হবার প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। পরে ১৯৪৭ সালে চেভিকারের মৃত্যু হলে দরিয়া শফিক পরিকার আর্থিক দায়ভাগ সহ সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালেও তিনি আরবি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর লক্ষ্য ছিল মিশরের মহিলাদের শিক্ষিত করা এবং যাতে তারা তাদের পরিবার ও সমাজের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তাদের সহায়তা করা। ১৯৪৫ সালে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায়। মহিলাদের প্রাথমিক সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য দরিয়া শফির ১৯৪৮ সালে বিনীতে আল নীল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। ইউনিয়ন সারা দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য অফিস স্থাপন এবং বেস্তরাঁতে তাদের তাজের ব্যবস্থাও করেছিলেন। মিশর বহু বিষয়ে প্রগতিশীল হলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে নারীর কোনও বিশেষ সুযোগসুবিধা ছিল না। সংবিধানে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। দরিয়া শফিক পুরুষের ন্যায় নারীর সমানাধিকার আদায়ের জন্য পার্লামেন্টের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যান। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন 'কোমিউনিস্ট ইউনিয়' ফলে নারীর সমানাধিকার আন্দোলন আরও তীব্র হয়। ১৯৫১ সালে মিশরে নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জাতীয় উদবাস দেখা দেয়। এই বছর দরিয়া শফিক ১৫০০ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে মিশরীয় পার্লামেন্টে অভিযান করেন। তারা অমস্বরে দাবি করলেন (১) নারীদের ভোটাধিকার, (৯) বনবিবাহ নিষিদ্ধ করা, (৩) তালাকের নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করা এবং (৮) পুরুষের সঙ্গে কাজ করার সমান সুযোগ ও সমান রেতন গ্রদান। মহিলারা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবং জাতীয় স্লোগান তুলে ''চেম্বার অফ ডেপুটিজ'' ভবনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। শীড়া মুসলমানরা এইত্ত ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েন। জনৈক ডেপুটি দরিয়া শফিককে ভর্ৎসনা করে বলেন যে,তাঁর ওই কাজ, লায়যনত হয়নি। এর উত্তরে শফিক বলেছিলেন বৈধ উপায়ে তাদের দাবিসমূহ সরকারের কাছে পেশ করলেও তাতে কেউ কর্ণপাত করেননি। তাই পার্লামেন্টে তাদের এই ভিযান। অবশা পার্লামেন্ট অভিযানের জনা দরিয়া শফিক ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। বিচারের দিন সংখাক বিনতে নীল দলের নারী সমর্থক আদালত কক্ষে উপস্থিত হন। যার ফলে বিচারক অনির্দিষ্ট কালের জনা শুনানি স্থগিত করে নিতে বাধা হন। তবে এই অভিযানের ফলে রাষ্ট্রপতি মহিলাদের কিছু প্রতিশ্রণতি দেন। কিন্তু তাতে মহিলাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। তবে মিশ্রকে ব্রিটিশ অধিকার মুক্ত করার জনা ১৯৫১ সালে দরিয়া শফিক ২০০০ মহিলাকে নিয়ে প্রথম মহিলা সামরিক ইউনিট স্থাপন করেন। ১৯৫২ সালে যেনাবাহিনী মিশরে ক্ষমতা দখল করে বাদশাহকে পদচাত করে। ক্ষমতাসীন বিপ্লবী কম্যান্ড কাউন্সিল একটি বিবৃতি জারি করে যব রাজনৈতিক দলকে নিসিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলস্বরাপ মহিলাদের যমস্ত রকম আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। তারা সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। তবে ১৯৫২ যালে বিপ্লবের পর দরিয়া শফিকের দল বিনতজল নীল''কে যরকার স্বীকৃতি দেয় এবং দরিয়া শফিক, এই দলের যভাপতি হা সাংবিধানিক কমিটিতে কোনও মহিলা যদয। না থাকার জনা এর প্রতিবাদে দরিয়া শফিক ১২ মার্চ ১৯৫৪ যালে প্রেষ যিভিকেটে আট দিন অনশন ধর্মঘট করেন। অবশেষে রাষ্ট্রপতি নাগুইর এ বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে শফিক তার অনশন তুলে নেন। এর ফালে পড়ে। এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা থকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ইতালি, ফ্রান্স, ইংলান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, পাকিস্তান, ও শ্রীলঙ্কা দেশযমূহে ফের করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকার ব্বীকৃতি পায়নি। দরিয়া শফিকের আন্দোলনের বিরাম ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ যালে সংবিধানে মিশরে নরীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়। তবে সমস্ত নারীর জন্য নয়। কেবলমাত্র শিক্ষিত মহিলারা এই ভোটাধিকার লাভ করে। কিন্তু পুরুষ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের বাতিক্রম ছিল। পুরুষরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত যবাই ভোট প্রদানের অধিকারী ছিলেন।

এরপর দরিয়া শফিক নারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে তীব্র আন্দোলন শুরু করলে মিশরে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়. আল-আজাহার উলেমাগণের যঙ্গে তার তীব্র বিরোধ বাধে। উলেমাগণ নারী আন্দোলনকে আক্রমণ করে একবাকো ফতোয়া দেন (য এটা ইসলাম ধর্ম বিরোধী কাজ। যবশেষে দরিয়া শফিক মুসলিম কালাম আজাদের শরণাপন্ন হলেন এবং স্টার আবুল কালাম আজাদ কোরানের আয়েত ও. পয়গম্বর হজরত মহম্মাদের বচন উদ্ধৃতি করে প্রমাণ করলেন ঘে নারীদের ওইভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা অবৈর্ধ নয়, বরং ইসলামে তার যম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। কোরান নারীকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। কেবল বিবাহ বিচ্ছেদের বাপারে তালাক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অবরোধ প্রথাও ইসলাম ধর্মে আদিবুগ ছিল না। পরবতীকালে খালিফার শাসনকালে হেরেম জীবনের সূচনা হয়। এর পক্ষে বলা হয় যে ভিন্ন ধর্মীলম্বী বৈদেশিক মর্ধ বাস করতে বাধ্য করা হয় তাই হেরেম প্রথা প্রচলিত হয়। তবে নারীদের বোরখা ব্যাবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে (কোনও বাধা নেই। কিন্তু নব্য শিক্ষিত, মহিলারা এই (বোরখা বাবহারেরও কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং শাস্ত্রে এর কোনও অনুমোদন নেই বলে তীরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। পুরুষদের বহুবিবাহ করার রীতিকে তারা ভীষণ আক্রমণ করে এবং তা বন্ধ করার দাবি জানায়। অবশা নারী জাগরণের এই সব আন্দোলন তুর্কী নেতা জনক জগলুল পাশার সর্বাঙ্গীন সহায়তা পেয়েছে।

১৯৫৭ সালে দরিয়া শফিক মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবাদেল নাযেরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দুত্তাবাসে হয়। তার পত্রিকাগুলির প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।পত্রিকা ছাড়া তিনি নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ১৯৭৫সালে ২০ সেপ্টেম্বর কায়রোতে ৬৬ বছর বয়সে দরিয়া শফিক তীর বাড়ির বারান্দা থেকে পড়ে মারা যান। নিউইয়র্ক ট্রাইমস সেই সময় তার (শোক সংবাদটি লা ছাপার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালে এটি ত্রারা মুদ্রিত করে। তবে ইউনোনোর শিক্ষাসচব দরিয়া শফিকের কাজের ভূয়মী প্রশংসা করে এবং তার এই আন্দোলনের জনা। তাকে অভিনন্দন জানায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এ কোন সকাল

সুতীর্থ চক্রবর্তী

আফগানিস্তান কোন পথে, তা এখনই চূড়ান্তভাবে বলার সময় আসেনিয সোভিয়েত চলে যাওয়ার পর যে গৃহযুদ্ধ হিন্দুকুশ পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে দেখা গিয়েছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না, বলা যাচ্ছে না। আফগানিস্তান সম্পর্কে বলা হয়, এখানে, সব সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটেছে। ব্রিটিশরা পারেনি, সোভিয়েত হেরে গিয়েছিল, আমেরিকান ও হারল। আফগানিস্তানের পঞ্চশির নাকি সেই উপত্যকা, যেখানে কোনও সক্তিচ কখনও জয়ের মুখ দেখেনি। সেই পঞ্জশির তালিবানদেরও 'ওয়াটারলু' হবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। কয়েক দিন আগেই 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর লেখক ও সাংবাদিক টমাস ফ্রিডম্যান তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যখন বড় বড় ঘটনা ঘটে, তখন সবসময় একটি সকালের সঙ্গে তার পরের সকালটির মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। কারণ, প্রতিটি সকালেই এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়, যা ইতিহাসে ছাপ রাখে এবং শক্তির ভারসাম্যকে নির্দয়ভাবে জাহির করার চেষ্টা করে।' অর্থাৎ ফ্রিডম্যানের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দ্রুত সেনা প্রত্যাহারের নীতি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তা এখনই আফগানস্তানের পারপ্রোক্ষতে বলার সময় আসেনি।

ভারত সঠিকভাবেই 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়ে চলছে। তালিবানের সঙ্গে সম্পর্কটা কি হবে, তা ঠিক করতে ভারতের উচিত আরও অনেকটা সময় নেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদ সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। সরকার সেখানে সব দলের মতামত শুনবে। সর্বদলীয় মতামত যাই হোক, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে টমাস ফ্রিডম্যানের মন্তব্যটি সরকারের সত্যিই মাথায় রাখা দরকার। পৃথিবী বলতে শুরু করেছে, আফগানস্তানের পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের ভারপতের কাছে ধরেই নেওযা হচ্ছে, তালিবান আমলে আফগানিস্তান ফের জঙ্গি সংগঠনগুলির মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠবে এবং আফগান ভূমি থেকেই ফের পাকিস্তানের মদতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হবে। আফগানে তালিবানের উত্থান যে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করেনি, তা নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেন এমন বহু কাশ্মীরিকেও তালিবানের পক্ষে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে।

ফলে, এদিক থেকে পিরিস্থিতি যে ভারতের পক্ষে উদ্বেগের হবে না, তা মোটেই বলা যায় না।

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অবস্থান কী হবে, সেটাও প্রশ্ন। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে , তা ও দেখতে হবে ভারতকে। আফগানস্তানে ইসলামপন্থী জঙ্গি সংগঠন গুলির সৃষ্টি ও উত্থানের পিছনে যে পাকিস্তানের ভূমিকা সবচেয়ে বড়, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সমানভাবে দায়ী আমেরিকাও। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পাকিস্তানে ঠান্ডযুদ্ধের পৃথিবীতে আমেরিকাতে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, আফগানস্তান দিয়ে সোভিয়েত মদতে যে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা দক্ষিণ এশিয়ার দিকে ধেয়ে আসছে, তাকে একমাত্র রুখতে পারে তারাই। কমিউস্টিদের জুজু দেখিয়ে আমেরিকাকে পুরোমাত্রায় পাশে নিয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৭৯ সালে কমিউনিস্ট সরকার বাঁচাতে আফগানস্তানে ঢুকে পড়েছিল সোভিয়েত। আফগানস্তানের মাটিতে আমেরিকার জঙ্গিদের মদত দেওয়ার সেটাই সূচনা। আফগানিস্তানের সমাজ তন্ত্রী, ধর্মনিরপক্ষে সরকারকে উৎখাত করতে মুজাহিদদের সঙ্গে হাত মেলাতে সৌদি আরব থেকে ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন ততদিনে হিন্দুকুশ পর্বতমালায় তাঁর ঘাঁটি গেড়ে পেলেছে। আজ যে হাক্কানি নেটওয়ার্কের বাড়বাড়ন্তে ওয়াশিংটন থেকে নয়াদিল্লি উদ্বিগ্ন, সেই হাক্কানিরাও তখন আফগানস্তানে যথেষ্ট সক্রিয়। হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন হাক্কানির সঙ্গে কান্দাহারের ঊষর অঞ্চলে মার্কিন কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য কাঁধে রকেট লঞ্চর নিয়ে সোভিয়েত হেলিকপ্টার উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এই ছবি একসময় যথেষ্ট ছড়িয়েছিল। এখন সেই জালালউদ্দিন হাক্কানির ভাই খলিলউদ্দিনের মাথার দাম আমেরিকা ৩৫ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে। ডালালউদ্দিনের ছেলে আনাস কাতারের দোহায় তালিবান নেতৃত্বের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে হামিদ কারজাইয়ের বৈঠকে অংশ নিচ্ছে দেখে এখন ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন বোধ করেছে।

তালিবানকে যখন পাকিস্তান 'ভাল মুজাহিদিন' বলে শংশাপত্র দিত, তখন তাতে সবচেয়ে বড় সিলমোহর আমেরিকারই পড়ত। ঠাণ্ডাযুদ্ধের সেই দিনগুলিতে সোভিয়েতকে আফগানিস্তানের মাটিতে যে কোনও মূল্যে পর্যুদস্ত করাই ছিল একমাত্র মার্কিন লক্ষ্য। সন্ত্রাসবাদ তখন আমেরিকার কাছেও ভাল ছিল। ১৯৯১ সালে ডিজসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর হয়তো আমেরিকা তার দৃষ্টি বদলাতে শুরু করে। ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানের এই জঙ্গিরাই কমিউনিস্ট শাসক নাজিবুল্লাকে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দিয়েছিল। আফগানিস্তানে মুজাহিদদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সেই সূচনা। সেই লড়াই শুরু হওয়া পর্যন্ত আমেরিকাকে শোনা যায়নি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হতে। দুধ-কলা দিয়ে যে বিষাক্ত সাপ পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তানে বড় করেছিল, তারা যখন ছোবল মারতে শুর করল তখন যে পরিস্থিত ওয়াশিংটনের হাতের বাইরে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লাদেনকে বাগে আনতে না আনতেই সন্ত্রাসবাদ একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকার বুকের উপর ।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকা তার বুল নীতিগুলি অবশ্য কখনও স্বীকার করে না। এবারও দেখা যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির পক্ষে জোর সওয়াল চালিয়ে যাচ্ছেন, আফগানিস্তানে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মার্কিন স্বপ্ন নয় শেষ হল, কিন্তু এখন পাকিস্তান সম্পর্কে কী হবে মার্কিন নীতি? আমেরিকার সঙ্গেক যারা কুড়ি বছর ধরে আফগানিস্তানে 'ওয়ার অন টেরর'-এ অংশ নিল, তারাই আবার তালিবানের স্রষ্টা ও সবচেয়ে বড় মদতদাতা। ইতিহাসের এত বড় পরিহাস হয়তো আর কিছু নয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তালিবানের কাবুল দখল করার পর বলছেন, 'দাসত্বের বিরুদ্ধে জয়। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি দিয়ে দেশ দখল রাখা যায় না। এটাই যদি ইমরানের মত হয় তাহলে মার্কিন 'ওয়ার অন টেরর'-এ এতদিন কেন অংশ নিয়েছিল তরা? এসব প্রশ্নের জবাব কূটনীতিতে মেলে না। তালিবানের সঙ্গে চিন ও রাশিয়াদ্দর অক্ষ তৈরি হতে পারে এই জুজু দেখিয়ে পাকিস্তান হয়তো আগামী দিনেও আমেরিকাকে তাদের পাশেই রাখবে। পাকিস্তানের উঠোনে তালিবানের বিষাক্ত সাপ-এর সঙেগ হয়তো ভবিষ্যতে মার্কিন 'ওঝা'দের সহাবস্থান করতে দেখা যাবে। আফগান নাগরিকরা ভারতপ্রেমী। দেশ শাসন করতে গেলে এবার তালিবানকে সেকথাও খেয়াল

প্রয়াত তিন ছাত্র নেতাকে স্মরণ করল বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও টিএসইউ। ছবি ঃ নিজস্ব

আরমান কোহলিকে গ্রেফতার করল এনসিবি, পাকড়াও মাদক ব্যবসায়ী রাজু

মুম্বই, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মাদক মামলায় অভিনেতা আরমান কোহলিকে গ্রেফতার করল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। আরমান কোহলি ছাড়াও মাদক ব্যবসায়ী অজয় রাজু সিংকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। আরমান ও রাজুর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২১ (এ), ২৭ (এ), ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩৫ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় আরমান কোহলির মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরির বাড়িতে অভিযান চালায় এনসিবি। ওই অভিযানে আরমানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কোকেন মাদক। অভিযানের পর এনসিবি-র প্রশ্নের অস্পষ্ট উত্তর দেন অভিনেতা, সন্তুষ্ট হননি এনসিবি গোয়েন্দারা। অভিনেতাকে জেরা করার জন্য দক্ষিণ মুম্বইয়ে এনসিবি অফিসে নিয়ে আসা হয়। বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলায় রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনসিবি সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যার অভিযানে আরমান কোহলির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ মাদক কোকেন, অল্প পরিমানে। তাঁকে জেরা করার জন্য দক্ষিণ মুম্বইয়ে এনসিবি-র অফিসে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘ জেরায় তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলে, এরপর রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী অজয় রাজু সিংকেও। ধৃতদের রবিবারই আদালতে তোলা হবে।

মাদক মামলা : এক-দিনের জন্য এনসিবি হেফাজতে আরমান ও রাজু

মুম্বই, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মাদক মামলায় অভিনেতা আরমান কোহলিকে গ্রেফতার করল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। আরমান কোহলি ছাড়াও মাদক ব্যবসায়ী অজয় রাজু সিংকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। আরমান ও রাজুর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ২১ (এ), ২৭ (এ), ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩৫ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় আরমান কোহলির মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরির বাড়িতে অভিযান চালায় এনসিবি। ওই অভিযানে আরমানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কোকেন মাদক। অভিযানের পর এনসিবি-র প্রশ্নের অস্পষ্ট উত্তর দেন অভিনেতা, সন্তুষ্ট হননি এনসিবি গোয়েন্দারা। অভিনেতাকে জেরা করার জন্য দক্ষিণ মুম্বইয়ে এনসিবি অফিসে নিয়ে আসা হয়। বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলায় রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনসিবি সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যার অভিযানে আরমান কোহলির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ মাদক কোকেন, অল্প পরিমানে। তাঁকে জেরা করার জন্য দক্ষিণ মুম্বইয়ে এনসিবি-র অফিসে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘ জেরায় তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলে, এরপর রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী অজয় রাজু সিংকেও। ধৃতদের রবিবারই মুম্বইয়ে একটি আদালতে তোলা হয়। আরমান ও অজয় রাজুকে এক-দিনের জন্য এনসিবি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চিকিৎসকের বদলে ওঝা মৃত্যু সর্পদংশনে জখম গৃহবধূর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : সর্পদংশনে অসুস্থকে ফের চিকিৎসকের বদলে নিয়ে যাওয়া হল ওঝার কাছে। পরিনামে মৃত্যু। শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সুতির ঘটনায় আরও একবার কুসংস্কারের প্রশ্ন জোরাল হল।

সূত্রের খবর, শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সুতির ১ নম্বর ব্লকের বংশবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আলুয়ানির বাসিন্দা আজবালা সরকার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। আচমকাই কিছু কামড়ানোর ব্যথা পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর হাতে সাপে কামড়ে দিয়েছে। তখনই পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানান। অভিযোগ, পরিবারের লোকেরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। পরিবর্তে নজিপুর ওঝার কাছে নিয়ে যায় তাঁকে।

এরপর স্থানীয় ওঝা দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই গৃহবধূকে ঝাড়ফুঁক করেন। শুধু তাই নয়, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার আশ্বাসও দেয় ওই ওঝা। বাড়ি ফিরে আসেন গৃহবধূ। বাড়ি ফেরার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়। ওঝার পরিবর্তে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মহিলা প্রাণে বেঁচে যেতেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে, বুধবার গভীর রাতে ঠিক একই ঘটনার সাক্ষী হয় উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা। বুধবার রাতে নিজের ঘরে ঘুমনোর সময় সাপের কামড়ে জখম হন এক গৃহবধূ। হাসপাতালের পরিবর্তে তাঁকে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। গত জুলাই মাসে দেগঙ্গায় দু'দিনের ব্যবধানে ২ জন কুসংস্কারের বলি হন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ঘটনার সাক্ষী মুর্শিদাবাদের সুতি। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় কার্যত স্তম্ভিত অনেকেই। কেন গ্রামবাংলায় কুসংস্কার রুখতে সঠিকভাবে প্রচার হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ।

ট্যাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তেই অনড়, প্রভাব পাম্প গুলিতে

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : হাওড়ার মৌরিগ্রামের ট্যাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তেই অনড় রইল। আর তার জেরে প্রভাব পড়া শুরু শহরের ইন্ডিয়ান অয়েল পাম্প গুলিতে।

এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বার ধর্মঘটে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাঙ্কারস অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার সকাল থেকে মৌড়িগ্রাম ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে বন্ধ হয়ে যায় তেল তোলা। রিফিলিংও বন্ধ। ফলে কলকাতা তো বটেই, সংলগ্ন জেলাগুলিতেও বিঘ্ন ঘটে তেল সরবরাহে। আর তাই আরও একবার জ্বালানি সঙ্কটের বলয়ে ঢুকে পড়েছে মহানগরী।

এর ওপর, ৩১ আগস্ট পাম্প মালিকদের ধর্মঘটের ডাকও রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। রাজবাঁধ ও হলদিয়া থেকে তেল সরবরাহ হবে।

চলতি মাসের ৫ তারিখ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাঙ্কারস অ্যাসোসিয়েশন কয়েক দফা দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘটে নামে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের নতুন টেন্ডারের শর্ত, ট্যাঙ্কার মালিকদের ৩১ আগস্টের মধ্যে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে হবে। ট্যাঙ্কার মালিকরা জানিয়েছেন, নতুন টেন্ডারে স্থানীয় পর্যায়ে ট্যাঙ্কার পরিবহণের খরচ ২ হাজার ৮০০ টাকা থেকে ২ হাজার ১০০ টাকা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, মৌড়ি গ্রাম ডিপোয় ট্যাঙ্কারের সংখ্যা ১৯৬ থেকে কমিয়ে ১৩৬টিতে নামিয়ে আনা হয়। এর বিরুদ্ধে শুরু হয় লাগাতার আন্দোলন। পরে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে অ্যাসোসিয়েশন।

পাথারকান্দির বিইইও কার্যালয়ে শুরু ভ্যাকসিনেশন শিবির

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : অসম মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১৮-উর্ধ ছাত্রছাত্রী এবং হোস্টেলের সকল আবাসিক শিক্ষার্থীকে ভ্যাকসিন প্রদানের উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ড আধিকারিকের কার্যালয়ে শুরু হয়েছে মেগা ভ্যাকসিনেশন শিবির। চলবে আগামী পাঁচ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ভ্যাকসিনেশন শিবির শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। এ উপলক্ষ্যে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ড আধিকারিকের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশেষ এই ভ্যাকসিন শিবিরের সূচনা করেন বিইইও অজয়ভূষণ দাস। শিবিরে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতায় ও শিক্ষাখণ্ডের সিআরসি সুব্রত দের তত্ত্বাবধানে প্রথম দিনে ৮১ জনকে প্রথম ডোজ এবং ৫১ জনকে দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। জানা গেছে, এই শিবিরে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১৫০ জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পুরোদমে পাঠদান শুরু হচ্ছে। তাই নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে সমস্ত স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে সরকার।

বাংলাদেশে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ মন্দির বাঁচাতে প্রচার অভিযান শুরু

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): "এখন ঘুমিয়ে থাকলে আর ভোর হবে না। বেহাত হয়ে যাচ্ছে আমাদের পবিত্র মন্দির।" সামাজিক মাধ্যমে এ রকম সতর্কতা দিয়ে চন্দ্রনাথ মন্দির বাঁচানোর অভিযান শুরু হয়েছে। তৈরি সয়েছে ফেসবুক গোষ্ঠী।

বাংলাদেশের সীতাকুণ্ডের কাছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বিখ্যাত শক্তিপীঠ এটি। সীতাকুণ্ডের পূর্বদিকে চন্দ্রনাথ পাহাড়। সীতাকুণ্ড অপরূপ প্রাকৃতিক সৌর্নয্যের লীলাভূমি। এ এলাকাকে হিন্দুদের বড় তীর্থস্থান বলাই ভালো।

গোষ্ঠীর তরফে লেখা সয়েছে, "এখানে হিন্দু পবিত্র গ্রন্থসমূহ অনুসারে সতী দেবীর দক্ষিণ হস্ত পতিত হয়েছিল।

সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির তীর্থযাত্রীদের জন্য এক পবিত্র স্থান। এর পুরনো নাম ছিলো 'সীতার কুণ্ড মন্দির'। সীতা মন্দিরের কাছে একটি ঝর্ণা আছে যা শুকিয়ে গেছে।

রাজমালা অনুসারে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে গৌরের বিখ্যাত আদিসুরের বংশধর রাজা বিশ্বম্ভর সমুদ্রপথে চন্দ্রনাথে পৌঁছার চেষ্টা করেন।

ত্রিপুরার শাসক ধন মানিক এ মন্দির থেকে শিবের মূর্তি তার রাজ্যে সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

বিভিন্ন তথ্য অনুসারে এখানের ইতিহাস সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগে সীতাকুণ্ডে মানুষের বসবাস শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। এখান থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের আসামিয় জনগোষ্ঠীর হাতিয়ারগুলো তারই স্বাক্ষর বহন করে। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। এর পরের শতাব্দীতে এই অঞ্চলের শাসনভার চলে যায় পাল সম্রাট ধর্মপালের হাতে।

বর্তমানে এই পবিত্র তীর্থস্থান আর পবিত্র নেই। এখানে এখন নানাভাবে বিধর্মীরা মন্দিরের স্থান দখল করে নেওয়ার জন্যে এই পবিত্র মন্দিরে এসে আজান দেওয়া, গরুর মাংস বিক্রি করা সহ হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এই পবিত্র তীর্থস্থান দখল করার জন্যে।

এই গ্রুপের মাধ্যমে আমাদের মূল কাজ হলো আমাদের এই মন্দিরের পবিত্রতা ও বেহাত থেকে এই মন্দির রক্ষা করা।" মন্দির বাঁচানোর জন্য নেটানাগরিকদের অনেকে মন্তব্য করছেন ফেসবুকে।

সংক্রমণের হার কমে ৬.২১ শতাংশ, পাকিস্তানে করোনায় মোট মৃত্যু ২৫,৬০৪

ইসলামাবাদ, ২৯ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে কখনও কমছে, কখনও আবার বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯০৯ জন। শনিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬৯ জনের। ৬৯ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৫,৬০৪ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৫২,৪৮১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০৩৩,৩৭৩ জন।

রবিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৯০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৯ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৫২,৪৮১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯৩,৫০৪। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট কমে ৬.২১ শতাংশে পৌঁছেছে।

দৈনিক মৃত্যু ৮০০ ছুঁইছুঁই, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই রাশিয়ায়

মস্কো, ২৯ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯৭ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ১, ৮১,৬৩৭ জন।

মৃত্যুর পাশাপাশি আক্রান্তের সংখ্যাও দীর্ঘায়িত হচ্ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,২৮৬ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৮৮২,৮২৭। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬,১৪৮,২৫০ জন।

দিঘায় ফের পর্যটকের মৃত্যু, সমুদ্রে স্নানে নেমে তলিয়ে গেলেন যুবক

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ফের দিঘায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল যুবক। রবিবার সকালে ওড়িশার সমু সৈকতে ওই যুবকের দেহ ভেসে ওঠে।

শনি, রবি এবং সোমবার-টানা তিনদিন ছুটি। আর সেই সুযোগে অনেকেই ছুটি কাটাতে হাজির হয় দিঘার সমুদ্র সৈকতে। বলা যায় পর্যটকের ঢল নেমেছে দিঘায়। এমন পরিস্থিতিতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যুবকের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার কোতয়ালী থানা এলাকার বাসিন্দা প্রীতম সাঁধুখা (২৩) বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে এসেছিলেন। বিকাল পাঁচটা নাগাদ তাঁরা নিউ দিঘার ক্ষণিকা ঘাটে স্নান করতে নামেন। সেই সময় প্রীতম তলিয়ে যায় বলে খবর। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর খোঁজ না পেয়ে বন্ধুরা থানায় যায়। জানায়, সমুদ্রে স্নান করে উঠে এসেছিলেন প্রীতম। তার পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তবে মনে করা হচ্ছিল, হয়তো প্রীতম বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর শনাক্তকরনের জন্য তাঁর সঙ্গীদের ওড়িশায় পাঠায় দীঘা পুলিশ। এই মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত এটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলেই মনে করছে।

খুঁটিপুজো হল খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): রবিবার খুঁটিপুজো হল খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের। এবার তাদের ৭৬ তম বর্ষপূর্তি। সংগঠনের সভাপতি তপন ব্যানাজী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম অকালবোধন উৎসব। রাম রাবনকে হত্যা করার জন্য আশ্বিন মাসে এই দেবীর আরাধনাতে বসেছিলেন। রামচন্দ্র ১০৮ টি পদ্ম ফুলের আয়োজন করেছিলেন। দেবী রামচন্দ্রকে ছলনা করার জন্য একটি পদ্ম ফুল সরিয়ে দেন। রামচন্দ্র আরোধনায় বসতে গিয়ে দেখেন একটি পদ্ম কম। তখন রামচন্দ্র নিজের তির-ধনুক দিয়ে নিজের একটি চোখ তুলে পদ্মটি পুরণ করতে যান। দেবী রামচন্দ্রর এই ভক্তি দেখে তাঁর হাত ধরে নেন।"

তপনবাবু বলেন, "এই পূজার সময় আমাদের সদস্যরা সাধারণ মানুষদের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করে। মানুষের কাছে এখানও বিষয়টা আজানা। যখন দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষী,গনেশ, কার্তিক মানুষ দেখতে দখতে আসে হঠাৎ করে বিষয়টি দেখে, ছোটদের কাছে একটি প্রশ্ন আসে। আমাদের সদস্যরা চেষ্টা করে তাদের বোঝাতে।

করোনার জন্য ২০২০/২০২১-এ পুজোর খরচ অনেক কম করা হয়েছে। আমরা আমফান/ইয়াসে সুন্দর বন ও মেদিনীপুরে দুর্গতদের মধ্যে বেশ কিছু জিনিস দিয়েছি। সুতরাং উৎসবের খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভেনাস ক্লাবে পুজো হবে। এবার ঠাকুর করছেন অর্জুন ভট্টাচার্য, মন্ডপ অনিমেষ দত্ত।"

ভোট-পরবর্তী হিংসার তদন্তে আরও ৭টি এফআইআর, বিশেষ তৎপরতা সিবিআই-এর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় আরও ৭টি এফআইআর দায়ের করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এই নিয়ে মোট ২৮টি এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। বিশেষ তৎপরতার সঙ্গেই ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মতো 'ভোট পরবর্তী হিংসা' মামলার তদন্ত করছে সিবিআই।

রবিবার সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে 'ভোট পরবর্তী হিংসা'-র ঘটনায় খুন ও ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত মোট ২৮টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি এফআইআর নতুন করে দায়ের করা হয়েছে। দায়ের হওয়া এফআইআরে খুন, খুনের চেষ্টা, অস্ত্র আইন, অনধিকার প্রবেশ, অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলা রয়েছে। ভোট-পরবর্তী হিংসার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতারও করেছে সিবিআই। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফাঁসিদেওয়ায় সিভিক ভলান্টিয়ারের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু পুলিশের

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট (হি.স.) : ফাঁসিদেওয়া থেকে উদ্ধার সিভিক ভলান্টিয়ারের রক্তাক্ত মৃতদেহ। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন বেদানগছ এলাকায় তাঁর বাড়ির কাছেই মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন বেদানগছ এলাকায় নিজের বাড়ির কাছেই উদ্ধার হয় দুলাল কর্মকার (৩০) নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃতদেহ। দুলাল মাসখানেক আগে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন। এর আগে তিনি গোয়ান্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিধাননগর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহর শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার চিহ্ন ছিল। তবে, সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী এবং বছর তিনেরকে এক কন্যা সন্তান রয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

করোনা-সতর্কতার জেরে সেপ্টেম্বরেও বিদেশ যাত্রার বিমানে স্থগিতাদেশ দিল ডিজিসিএ

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : সেপ্টেম্বরেও বন্ধ থাকবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল। রবিবার প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় জানাল ভারতের অসামরিক বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। বিশেষ অনুমোদন প্রাপ্ত বিমানগুলি ছাড়া আর কোনও বিমান ভারত থেকে বিদেশে পাড়ি দেবে না বা অন্য দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না।

দেশে অতিমারি পরিস্থিতির শুরুর দিকে গত বছর ২৬ জুন ভিসা এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ টেনে একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল ডিজিসিএ। সেই নিয়মেই সামান্য হেরফের ঘটিয়ে তার মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশে আগের মতোই মালবাহী বিমানের যাতায়াতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে বেশ কিছু রুটে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানকে ওড়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে না বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। ছাড় থাকবে ডিজিসিএ-র বিশেষ অনুমোদন পাওয়া উড়ানগুলির ক্ষেত্রেও।

ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

রবিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "জাতীয় ক্রীড়া দিবসে সেই সকল ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানাই যারা নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন।" প্রসঙ্গত, আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস। প্রতি বছর ২৯ আগস্ট কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদ সিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করা হয়। শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা হকি খেলোয়াড় হিসেবে ধরা হয় ধ্যানচাঁদকে। তাঁকে হকির জাদুকরও বলা হত।বিশ্ব হকিতেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। এই দিনেই রাষ্ট্রপতি অর্জুন ও রাজীব খেলরত্ন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়াজগতে দেশের কৃতিদের হাতে।

২৪ ঘন্টায় ৭৩-লক্ষের বেশি, ভারতে ৬৩.০৯-কোটির উর্ধে টিকাদান

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-টিকাকরণ। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৩.০৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৭৩.৮৫-লক্ষের বেশি মানুষ টিকা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৩ কোটি ০৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৯২৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৩,৮৫,৮৬৬ জনকে। ভারতে ৫১.৮৬-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৭,৫৫, ৩২৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫১,৮৬,৪২,৯২৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৫৫,৩২৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ০৮৩ জন।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

করোনাকালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় মেথি চা

করোনা সংক্রমণ কবে থামবে তা কারোরই জানা নেই। পাশাপাশি ভয় আছে অন্যান্য রোগেরও। সামান্য ঠান্ডা-কাশিতেই এখন করোনার উপসর্গ ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সাধারণ বদহজম বা পেটের সমস্যাকেও কোভিড বলে মনে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো। সেক্ষেত্রে ভেষজ উপাদানগুলো বেশ কার্যকরী।

ভেষজ মসলা হিসেবে মেথি বীজ সবার কাছেই বেশ পরিচিত। ওজন কমাতে মেথির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে শুরু করে ডায়াবেটিসের মতো অসুখ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেথি অত্যন্ত কার্যকরী। করোনাকালে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে মেথি চা পান করতে পারেন। এই চা পানে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-

১. মেথি পাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট পাওয়া যায়। রক্তশূন্যতা বা হাড়কে শক্তিশালী করার জন্য এ চা বেশ উপকারী।

২. নিয়মিত মেথি চা পান করলে কিডনিতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহে সহায়তা করে। যা কিডনির পাথরের মতো সমস্যা দূর করতে কার্যকর।

৩. অ্যাসিডিটি বা হজমের যাবতীয় সমস্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে মেথি চা। এ ছাড়াও মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার যা পেট পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে।

৪. প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি চা খেতে পারলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। সেই সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমে। কীভাবে তৈরি করবেন মেথি চা প্রথমে ১ চামচ মেথি গুঁড়ো নিন। দেড় কাপ ফুটন্ত গরম জলে ওই গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এর সঙ্গে ১ চামচ মধু মেশাতে পারেন। চাইলে এর সঙ্গে চা পাতা বা তুলসি পাতাও মেশাতে পারেন। সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এ বার ছেঁকে নিয়ে সামান্য ঠান্ডা করে পান করুন।

মধু উপকারী, তবে হতে হবে খাঁটি

পুষ্টিগুণ ও শরীরিক উপকারিতার বিষয়ে বিবেচনা করলে খাঁটি ও প্রাকৃতিক মধুর কোনো বিকল্প নেই। মধুতে থাকা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদানের কারণে এর উপকারিতার শেষ নেই। হজমে সহায়তা বা শ্বাসকষ্ট নিরাময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন কঠিন রোগের বিরুদ্ধে মধু শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। তা ছাড়া চিনির পরিবর্তে প্রতিনিয়ত মধু খেলে বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলতেও এটি বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যদিও বাজারে বিভিন্ন ধরনের মধু পাওয়া যায়, এগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে রয়েছে অনেক ধাঁধা। আবার না বুঝে অস্বাস্থ্যকর ও ভেজাল মধু খেলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

বাজারে হাজারো রকমের মধুর মধ্যে কোনটি খাঁটি, তা যাচাই করে সঠিকটি বেছে নেওয়া বেশ কঠিন। অর্থাৎ বাজারের ভেজাল ও খোলা মধুর ভিড়ে খাঁটি মধু খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। মধুর সঙ্গে অতিরিক্ত রং এবং বিভিন্ন ধরনের চিনি মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভেজাল মধু। এরপর নাম বাহারি মোড়কে তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এগুলোই ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আর বিক্রি হয় সুন্দরবন বা পাহাড়ি আসল মধু নামে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভেজাল মধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে খাঁটি মধু চেনার বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে। কয়েকটি সহজ পদ্ধতিতে তা যাচাই করা সম্ভব।

প্রথম পদ্ধতি: এক গ্লাস কুসুমগরম পানিতে এক চামচ মধু নিন। মধু ভেজাল হলে তা খুব সহজে পানির সঙ্গে মিশে যাবে। খাঁটি মধু হলে সহজে মিশবে না, বরং গ্লাসের নিচে দানা বেঁধে পড়বে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: বৃদ্ধাঙ্গুলে খুব সামান্য মধু নিয়ে পরীক্ষা করা। খেয়াল রাখতে হবে মধু আঙুলে লেগে থাকছে নাকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। খাঁটি মধু আঙুলে আঠার মতো লেগে থাকবে আর ভেজাল মধু ছড়িয়ে পড়বে।

তৃতীয় পদ্ধতি: একটি পাত্রে মধু নিয়ে তা চুলায় জ্বাল দিয়ে দেখতে পারেন। বিশুদ্ধ ও খাঁটি মধু ক্যারামেলের মতো হতে শুরু করবে, কিন্তু ফেনা তৈরি হবে না। অন্যদিকে ভেজাল মধু জ্বাল দিলে বুদবুদের মতো ফোম তৈরি করবে এবং মাঝে ফেনা দেখা যাবে। আবার চিনি মেশানো মধুতে তাপ দিলে মধু সম্পূর্ণ তরল হবে না, চিনির দানা দেখা যাবে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে যে ফুলের ধরনভেদে মধু কিন্তু অনেক রকম হয়ে থাকে। কালিজিরা মধু, খলিসা মধু, লিচু ফুলের মধু বা সুন্দরবনে চাষের মধু একটি অন্যটির চেয়ে ঘ্রাণে ও ঘনত্বে আলাদা। তাই একেক মধুর বৈশিষ্ট্য একেক রকম।

মধু কিনতে গেলে কমবেশি সবাই বিপাকে পড়ে যান। কারণ, নকল মধুতে বাজার সয়লাব। সব মধুর চেহারা একই রকম হওয়ায় বোঝা দায় কোনটি আসল, আর কোনটি নকল। খাঁটি মধু চেনার উপায় জানতে হলে কিছু কৌশল জানা প্রয়োজন। উল্লিখিত পরীক্ষাগুলো না করে কীভাবে বুঝবেন বাজারের সবচেয়ে ভালো মানের মধু কোনটা?

একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন দেশের বাজারে যত মধু রয়েছে, তার মধ্যে বহু বছর ধরে ক্রেতাদের আস্থা বজায় রেখেছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্র্যান্ডের মধুও রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বোতলজাত মধুগুলো সংগ্রহ থেকে শুরু করে সব কটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক ও নিরাপদ পদ্ধতি অনুসরণ করে। ফলে তাদের মধুর গুণগত মান থাকে সবচেয়ে ভালো। বাংলাদেশে পাওয়া যায়, এমন সব বোতলজাত মধুর মধ্যে ডাবর হানি ভোক্তা চাহিদার দিক দিয়ে বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছে।

তাহলে কি প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছে কিয়ারার

ট্রলাররা কখনো তাঁর গায়ে লাগিয়ে দিয়েছেন 'অহংকারী'র তকমা। আবার কখনো তাঁকে 'প্লাস্টিক সুন্দরী' বলে কটাক্ষ করেছেন। এবার এসব নিয়ে মুখ খুললেন কিয়ারা আদভানি। আরবাজ খানের 'পিঞ্চ সিজন টু'তে এসে খোলাখুলি বলেছেন অনেক কথা।

এই শোতে ট্রলিং নিয়ে নানান কথা বলেছেন কিয়ারা। কিয়ারার সৌন্দর্য নিয়ে নেট জনতা অনেক সময় প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর রূপের পেছনে নাকি প্লাস্টিক সার্জারির কারিকুরি আছে! এসব শুনতে শুনতে একসময় তিনি নিজেও ভাবছিলেন, তাহলে কি সত্যি তাঁর প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছে!

অবশ্য কিয়ারা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এসব সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে কিয়ারা বলেছেন, 'আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসার পর ট্রলাররা তাঁর গায়ে লাগিয়ে দিয়েছেন 'অহংকারী'র তকমা ট্রলাররা তাঁর গায়ে লাগিয়ে দিয়েছেন 'অহংকারী'র তকমা অনেকে বলতে থাকে যে আমি নাকি প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছি। আর এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় আমি এমন কিছু করিয়েছি।' ট্রলারদের আপত্তিকর মন্তব্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন এই বলিউড তারকা।

কিয়ারার রূপের পেছনে নাকি প্লাস্টিক সার্জারির কারিকুরি আছে! কিয়ারার রূপের পেছনে নাকি প্লাস্টিক সার্জারির কারিকুরি আছে! তবু একেক সময় তাঁকে ট্রলিং প্রভাবিত করে বলে জানান কিয়ারা। তিনি বলেছেন, 'নিজেকে রক্ষা করার জন্য ট্রলিং থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। আমি মনে করি অন্যকে সম্মান করা উচিত। আর এটাও বোঝা উচিত যে আমাদেরও আবেগ আছে।' সময়ে—অসময়ে নেট জনতা কিয়ারাকে অহংকারী বলেও কটাক্ষ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মোটেও তিনি এ রকম নন। নেট জনতা কিয়ারাকে অহংকারী বলেও কটাক্ষ করেছেন নেট জনতা কিয়ারাকে অহংকারী বলেও কটাক্ষ করেছেন ট্রলারদের কাছ থেকে ক্যারিয়ার নিয়েও নানান শলাপরামর্শ পান বলে কিয়ারা জানিয়েছেন।

মালা শাড়ির মায়ায়

সত্তর—আশির দশকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল মালা শাড়ি, বাংলাদেশে শাড়ির প্রথম ব্র্যান্ড। আনোয়ার হোসেন প্রতিষ্ঠিত আনোয়ার সিল্ক মিলস লিমিটেড তৈরি করত এই শাড়ি। ১৯ আগস্ট মারা যান আনোয়ার হোসেন। এর পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই শাড়ির প্রতি ভালোবাসার কথা তুলে ধরেন অনেকেই। মা—খালাদের বিয়ের শাড়ি এখন নিজেদের কাছে ভালোবাসার এক সংগ্রহ। একসময় বিয়ের জনপ্রিয় মালা শাড়িকে চলতি ধারায় একঝলক তুলে ধরা হলো নকশায়।

মাধুরী সঞ্চিতার বিয়ের সেই শাড়ি পরেছেন মডেল সারাহ

মাধুরী সঞ্চিতার বিয়ের সেই শাড়ি পরেছেন মডেল সারাহসাজ: পারসোনা, গয়না: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি, স্থান: ক্যানভাস স্টুডিও, ছবি: সুমন ইউসুফ 'নববধূকে মধুর স্বপ্নে রাঙিয়ে তোলে'এই ট্যাগলাইনে মালা শাড়ি প্রসিদ্ধ ছিল দেশজুড়ে। সীমিত আয়ের পরিবারে একসময় এ শাড়ি ছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠান কল্পনা করা যেত না। ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে জিঙ্গেলের শেষে একটা কণ্ঠস্বর, 'শতরূপে তুমি অপরূপা নারী, মালা শাড়ি'। অর্থাৎ, মালা শাড়ির এত বৈচিত্র্য যে এর প্রতিটিতেই নারীর একেকটি রূপ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাতেই সে অপরূপ।

বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যায়, নানা রং এবং প্রিন্টের মালা শাড়ি পরে একই নারী বিচিত্র রূপে উদ্ভাসিত। কনের সাজে যেমন, তেমনি আটপৌরে ঘরোয়া পরিবেশে কিংবা গ্রামবাংলার নিসর্গে বাঙালি নারীর সৌন্দর্যে জড়িয়ে আছে এই শাড়ি। এ তো গেল পর্দায় দেখা ছবির বর্ণনা। বাস্তবেও তাই। নইলে বাংলাদেশের নারীরা এই ব্র্যান্ডের শাড়ি এত পছন্দ করবেনই-বা কেন? এ প্রশ্নের জবাবে স্মৃতিতে ধরা দেয় 'মালা শাড়ি না দিলে বিয়া করুম না'আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত জনপ্রিয় এ সংলাপ। বোঝা যায়, এ শাড়ি বাঙালি নারীর কাঙ্ক্ষিত পরিধেয় শুধু নয়, চলতি ধারাও বটে। বিয়ে নামের সামাজিক আনুষ্ঠানিকতায়ও যা এড়ানো যায় না। এ কথা বলা যায়, বাংলাদেশে নারীদের কাছে মালা শাড়ি প্রথম সুপরিচিত ব্র্যান্ড। ১৯৬৮ সালে আনোয়ার হোসেনের প্রতিষ্ঠিত আনোয়ার সিল্ক মিলস থেকেই এটি বাজারে আসে। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে এ শাড়ি এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে বলা হতো, 'বিয়ে মানেই মালা শাড়ি'। নারীদের কাছে এটি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বাজারে তখন অবাঙালিদের তৈরি শাড়ির রমরমা। ফলে বলা যায়, মালা শাড়ির উত্থান বৈপ্লবিক। এটি পরবর্তীকালে শাড়ির বাজারকে প্রভাবিত করেছে। শাড়ি উৎপাদনে উৎসাহ জুগিয়েছে বাঙালি উদ্যোক্তাদের।

কেমন এ শাড়ি? কেনই-বা এটি জনপ্রিয় হয়েছিল? এ শাড়ি ছিল সুতি, সিল্ক এবং কাতানে তৈরি। গাঢ় ও হালকা রং, চিকন সুতায় বোনা সুনিপুণ নকশা এ শাড়ির জনপ্রিয়তার আসল কারণ। তা ছাড়া ফুলেল নকশা ও পাতা থেকে শুরু করে বিচিত্র মোটিফে, জরির কাজে, জমাট নকশায় এর স্বকীয়তা লক্ষ করা যায়; যা বাঙালি নারীর মোহনীয়তায় স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে। তাই বাংলাদেশে সব বয়সী নারীর কাছেই মালা শাড়ি প্রিয় ছিল। জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে নারীর সাজসজ্জায় এর কোনো বিকল্প ছিল না। মায়ের বিয়ের মালা শাড়ি এখন সানজিদার সংগ্রহে মালা শাড়ির মায়ায় মায়ের বিয়ের মালা শাড়িটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন মেয়ে কাজী সানজিদা আখতার। মায়ের কাছে অনেক শুনেছেন এই মালা শাড়ির গল্প। ১৯৭৮ সালে বিয়ে হয়েছিল তাঁর বাবা—মায়ের। একবার মায়ের বিয়ের এই মালা শাড়িটি পরেই দাঁড়ালেন মা—বাবার সামনে। অভিভূত হয়েছিলেন তাঁরা। তিন বছর আগে সানজিদার মা তাঁর শাড়িগুলো সবাইকে ভাগ করে দেন। তখন সানজিদা মায়ের মালা শাড়িটি তাঁর সংগ্রহে নিয়ে নেন।

এ যুগের সঞ্চিতা বিয়েতে পরেছিলেন মালা শাড়ি

মালা শাড়ির মায়ায় মালা শাড়ি পরে বউ সেজেছিলেন ডিজাইনার মাধুরী সঞ্চিতা। তিনি জানালেন, এই শাড়ি সংগ্রহের পেছনের গল্পটা বেশ মজার। বরাবরই পুরোনো জিনিসের প্রতি সঞ্চিতার তীব্র আকর্ষণ। দাদি—নানির কাছে শুনেছিলেন, তাঁদের বিয়েতে মালা শাড়ির পরার গল্প। সেই থেকেই ভেবে রেখেছিলেন নিজের বিয়ের সময় তিনিও পরবেন মালা শাড়ি।

সেই সময় ফ্যাশন হাউস যাত্রায় কাজ করতেন মাধুরী সঞ্চিতা। যাত্রার সঙ্গে জড়িত একজন জানালেন, ময়মনসিংহে তাঁর ভাইয়ের দোকানে এমন অনেক পুরোনো দিনের শাড়ির সংগ্রহ আছে। সেখানেই খোঁজ মিলে এই শাড়িটির। মুক্তিযুদ্ধের আগে তৈরি হয়েছিল শাড়িটি। কিন্তু সঞ্চিতা যখন শাড়িটি হাতে পান, তখন তা ছিল একেবারেই কাগজে মোড়ানো নতুন শাড়ি। ২০১২ সালে এই মালা শাড়ি পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন মাধুরী সঞ্চিতা।

এসব মন্তব্য আমার বিশ্রী লাগে

ক্রমাগত ট্রলিংয়ে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে স্বরার ক্রমাগত ট্রলিংয়ে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে স্বরার ভারতীয় তারকাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ট্রলের শিকার হন সম্ভবত স্বরা ভাস্কর। যা—ই পোস্ট করেন না কেন, ট্রলাররা তাঁকে নিশানা করেন। এমনকি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক বিষয়ের ওপর সোজা কথা বলেও নেট জনতার রোষানলে পড়েছেন স্বরা। ক্রমাগত ট্রলিংয়ে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে তাঁর। আর কত!

আফগানিস্তানের তালিবান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় জঙ্গির কথা তুলেছিলেন স্বরা। তার পর থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য টুইটারে সরব নেট জনতা।

স্বরা আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আমি যা—ই পোস্ট করি, খুব বাজেভাবে ট্রলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে স্বরা আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আমি যা—ই পোস্ট করি, খুব বাজেভাবে ট্রলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয় আমাকেইনস্টাগ্রাম যদিও এই বলিউড নায়িকার কাছে এসব নতুন কথা নয়। এত দিনে হয়তো অভ্যস্তও হয়ে গেছেন। তারপরও সম্প্রতি এক পোস্টে স্বরা আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আমি যা—ই পোস্ট করি, খুব বাজেভাবে ট্রলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে। এমনকি একটা ফুলের ছবিও পোস্ট করতে পারি না!'

২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ভিরে দি ওয়েডিং ছবিতে স্বরাকে একটি সাহসী দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল। ওই সময় অনেকে তাঁকে এই নিয়ে নানান অশ্লীল মন্তব্য করেন। এমনকি গালিগালাজও করেন

বিচলিত স্বরা আরও লিখেছেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এক জায়গা। রাস্তাঘাট বা রেস্তোরাঁর মতো প্রকাশ্য স্থানে যে ধরনের শিষ্টাচার আর সভ্যতা বজায় রাখা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা—ও হয় না। মানুষ এই ছবি পছন্দ করার পরিবর্তে নোংরা নোংরা কথা বলে। আমার ভিরে দি ওয়েডিং—এর এক সাহসী দৃশ্যের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়। এসব মন্তব্য আমার বিশ্রী লাগে। আমার কাছে এসব সাইবার যৌন উৎপীড়নের মতো।' ভারতীয় তারকাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ট্রলের শিকার হন স্বরা ভাস্কর ভারতীয় তারকাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ট্রলের শিকার হন স্বরা ভাস্কর বিরক্ত হলেও এসবের সামনে মাথা নত করতে রাজি নন স্বরা, 'এসব পাত্তা দেওয়ার সময় আমার নেই। আমি শক্ত মনের মেয়ে। অনলাইন বুলিংয়ের সামনে মাথা নত করব না। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছেড়েও যাব না।' শক্ত মনের মেয়ে স্বরা ভাস্কর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

শক্ত মনের মেয়ে স্বরা ভাস্কর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ভিরে দি ওয়েডিং ছবিতে স্বরাকে একটি সাহসী দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল। ওই সময় অনেকে তাঁকে এই নিয়ে নানান অশ্লীল মন্তব্য করেন। এমনকি গালিগালাজও করেন। স্বরা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি জেনেশুনেই ওই দৃশ্যে অভিনয় করেছেন। আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই দৃশ্য নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়বেন। এ নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের প্রথম দেখা বাস্তব জীবনে এখন তাঁরা সফল জুটি। কেমন ছিল তাঁদের প্রথম দেখার দিনটি? প্রথম দেখায়ই কি প্রেমে পড়েছিলেন? নাকি একটু একটু করে কাছাকাছি আসা?

বলিউডের সফল জুটিদের প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে আজকের আয়োজন।দিল্লিতে একটি ক্লাবের পার্টিতে প্রথম দেখা হয়েছিল শাহরুখ খান ও গৌরী খানের। ওই ক্লাবেরই সুইমিং পুলের ধারে পাঁচ মিনিট কথা হয়। দুজনেই ছিলেন নার্ভাস কিন্তু রোমাঞ্চিত। তাতে কী? গৌরীর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিতে ভোলেননি কিং খান। দিল্লিতে একটি ক্লাবের পার্টিতে প্রথম দেখা হয়েছিল শাহরুখ খান ও গৌরী খানের। ওই ক্লাবেরই সুইমিং পুলের ধারে পাঁচ মিনিট কথা হয়। দুজনেই ছিলেন নার্ভাস কিন্তু রোমাঞ্চিত। তাতে কী? গৌরীর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিতে ভোলেননি কিং খান। ছবি: ফেসবুক থেকে

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের অভিষেক ছবি 'অওর পেয়ার হো গায়া'-র সেটে দেখা হয়েছিল অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের প্রেম শুরু 'বান্টি অওর বাবলি'র সেটে। ওই ছবিতে একটি নাচের দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঐশ্বরিয়া।

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের অভিষেক ছবি 'অওর পেয়ার হো গায়া'-র সেটে দেখা হয়েছিল অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের প্রেম শুরু 'বান্টি অওর বাবলি'র সেটে। ওই ছবিতে একটি নাচের দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঐশ্বরিয়া।ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের দেখা হওয়ার বিষয়টা একটু ভিন্ন। দুজন যদিও কাছাকাছি আসেন সঞ্জয় লীলা বনশালীর 'রাম-লীলা' ছবি করার সময়; তবে রণবীরের ভাষ্য, একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রথম দীপিকাকে দেখেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, দীপিকা প্রেমিক রণবীরকে প্রথম দেখেন একটি স্টুডিওতে। সেখানে রণবীর মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করছিলেন। দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের দেখা হওয়ার বিষয়টা একটু ভিন্ন। দুজন যদিও কাছাকাছি আসেন সঞ্জয় লীলা বনশালীর 'রাম-লীলা' ছবি করার সময়; তবে রণবীরের ভাষ্য, একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রথম দীপিকাকে দেখেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, দীপিকা প্রেমিক রণবীরকে প্রথম দেখেন একটি স্টুডিওতে। সেখানে রণবীর মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করছিলেন। ইনস্টাগ্রাম ১১ বছর বয়সে আলিয়ার দেখা হয় রণবীর কাপুরের সঙ্গে। তখন থেকেই আলিয়ার 'ক্রাশ' এ অভিনেতা। অবশেষে পছন্দের মানুষের সঙ্গেই প্রেম, গড়াচ্ছে বিয়ের দিকে।১১ বছর বয়সে আলিয়ার দেখা হয় রণবীর কাপুরের সঙ্গে।তখন থেকেই আলিয়ার 'ক্রাশ' এ অভিনেতা। অবশেষে পছন্দের মানুষের সঙ্গেই প্রেম, গড়াচ্ছে বিয়ের দিকে।ইনস্টাগ্রাম

সরাসরি নয়, প্রিয়াঙ্কা আর নিক জোনাসের যোগাযোগ হয় টুইটার মারফত। নিক জোনাস বলিউড এই অভিনেত্রীকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন এই বলে, 'আমার কিছু মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের কাছে শুনেছি, আমাদের নাকি দেখা হওয়া উচিত।'

সরাসরি নয়, প্রিয়াঙ্কা আর নিক জোনাসের যোগাযোগ হয় টুইটার মারফত। নিক জোনাস বলিউড এই অভিনেত্রীকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন এই বলে, 'আমার কিছু মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের কাছে শুনেছি, আমাদের নাকি দেখা হওয়া উচিত।'ইনস্টাগ্রা 'প্রেম রতন ধন পায়ো' সিনেমার প্রচারণার সময় দেখা হয় সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজার। পরে সোনমের এক বন্ধু আনন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সোনম তাঁর স্বামী আনন্দের সঙ্গে প্রথম যেদিন 'ডেট' করতে যান, সেদিন খুবই বাজে একটি জুতা পরেছিলেন। সোনমের মতে, তবুও সোনমের প্রেমে পড়েছিলেন আনন্দ।

'প্রেম রতন ধন পায়ো' সিনেমার প্রচারণার সময় দেখা হয় সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজার। পরে সোনমের এক বন্ধু আনন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সোনম তাঁর স্বামী আনন্দের সঙ্গে প্রথম যেদিন 'ডেট' করতে যান, সেদিন খুবই বাজে একটি জুতা পরেছিলেন। সোনমের মতে, তবুও সোনমের প্রেমে পড়েছিলেন আনন্দ।ইনস্টাগ্রাম

যদিও পারিবারিকভাবেই তাঁদের বিয়েটা হয়েছে, দুজনের দেখা হয়েছিল কিন্তু পরিবারের অগোচরে। মীরা রাজপুতের বয়স তখন ১৬ বছর। কাছের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি সুফি কনসার্ট দেখতে গিয়ে শহীদ কাপুরের সঙ্গে দেখা। পরে বিয়ে নিয়ে তাঁদের দীর্ঘ আলাপ হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাত ঘণ্টা আলাপ করেছিলেন দুজন। যদিও পারিবারিকভাবেই তাঁদের বিয়েটা হয়েছে, দুজনের দেখা হয়েছিল কিন্তু পরিবারের অগোচরে। মীরা রাজপুতের বয়স তখন ১৬ বছর। কাছের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি সুফি কনসার্ট দেখতে গিয়ে শহীদ কাপুরের সঙ্গে দেখা। পরে বিয়ে নিয়ে তাঁদের দীর্ঘ আলাপ হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাত ঘণ্টা আলাপ করেছিলেন দুজন।ইনস্টাগ্রাম একটা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে প্রথম দেখা। মজা করার জন্য আনুশকা শর্মার সঙ্গে খুবই উদ্ভট ধরনের কৌতুক বলেছিলেন বিরাট কোহলি। তারপর থেকে তাঁরা কাছাকাছি আসতে থাকেন। প্রেম, অতঃপর বিয়ে। একটা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে প্রথম দেখা। মজা করার জন্য আনুশকা শর্মার সঙ্গে খুবই উদ্ভট ধরনের কৌতুক বলেছিলেন বিরাট কোহলি। তারপর থেকে তাঁরা কাছাকাছি আসতে থাকেন। প্রেম, অতঃপর বিয়ে।

বনমালীপুরে বিজেপির কার্যকারিনী বৈঠকে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

কোচবিহারে সীমান্তে গরু পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য, বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ বাংলাদেশি

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ফের বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য। কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধায় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল ২ বাংলাদেশি পাচারকারীর। জখম হয়েছেন দুই বিএসএফ জওয়ানও।

বিএসএফ সূত্রে খবর, মৃতদের শনাক্ত করা গিয়েছে। তাদের নাম ইউনুস আলি ও মহম্মদ সাগর। রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে। দু'জনের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ।

এমনিতেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলিতে পাচারের মতো অপরাধ বরাবরের। ইদানিং সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বেড়ে যাওয়ায় অনুপ্রবেশ, পাচারের মতো ঘটনা দ্রুত রুখে দেওয়া সম্ভব। চ্যাংড়াবান্ধার ঘটনাও সেটাই প্রমাণ করল।

জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের জন্য জমায়েত হয়েছিলেন ২ জন। গোপন সূত্রে বিএসএফের কাছে খবর ছিল। তাই ওই সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়িয়েছিলেন জওয়ানরা। গভীর রাতে দেখা যায়, চ্যাংড়াবান্ধার ধরলা নদী সংলগ্ন খোলা সীমান্ত দিয়ে একদল বাংলাদেশি চোরাপথে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছে। অভিযোগ, অনুপ্রবেশের বিষয়টি টের পেয়ে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দেয়। তখন ওই বাংলাদেশিরা বিএসএফ জওয়ানদের ঘিরে ফেলে তাদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। এতে দুই বিএসএফ জওয়ান জখম হন। পরে বিএসএফের পালটা গুলিতে ২ পাচারকারীর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, মৃত ইউনুস আলি ও মহম্মদ সাগর বাংলাদেশের পাটগ্রামের বাসিন্দা। বিএসএফের যুক্তি, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গিয়ে জওয়ানরা পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে ২ জওয়ান আহত হন। তাই আত্মরক্ষার্থেই তাঁরা গুলি চালিয়েছেন। রবিবার সাতসকালে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ। খবর পেয়ে পুলিশ এবং বিএসএফ কর্তারা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে শুরু হয়েছে।

রামলাল্লার পূজার্চনা করলেন সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি, অযোধ্যা থেকে রওনা লখনউয়ে

অযোধ্যা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) অযোধ্যায় রামলাল্লার পূজার্চনা করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও ফার্স লেডি সবিতা কোবিন্দও রামমন্দিরে রামলাল্লার পূজার্চনা করেছেন। এছাড়াও চারাগাছও রোপণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। এদিন হনুমান গার্হি মন্দিরেও পুজো দিয়েছেন সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি। সর্বদা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এদিন অযোধ্যার হনুমান গার্হি মন্দির ও রামমন্দির পূজার্চনা করার পর বিশেষ ট্রেনে লখনউয়ের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ। দিল্লি থেকে রবিবার সকালেই বিশেষ ট্রেনে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় এসেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সপরিবারে এক-দিনের জন্য মন্দির শহর অযোধ্যা সফরে এসেছেন রাষ্ট্রপতি। অযোধ্যায় এদিন রামায়ণ কনক্লেভের উদ্বোধন এবং পর্যটন তথা সংস্কৃতি বিভাগের প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি।

"সিবিআই আগে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করুক", তোপ কুণালের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করে আগে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করুক সিবিআই।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই দাবি তুললেন। কয়লা পাচারকাণ্ডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে তলব করেছে ইডি। রুজিরাকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর ও অভিষেককে ৬ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডিত কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। দু'জনকেই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত নথি আনতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে এই মামলাতেই ইডি তাঁদের দিল্লির কার্যালয়ে ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ৩ পুলিশ আধিকারিক তথা আইপিএস সেলভা মুরুগান, জ্ঞানবন্ত সিং এবং শ্যাম সিংকেও তলব করেছে। সব থেকে বড় কথা কলকাতায় ইডির নিজস্ব কার্যালয় থাকতেও এই ৫জনকেই ডাকা হয়েছে দিল্লিতে। এর জেরে তৃণমূল নেতৃত্বের ধারন ইডি আদতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলনে চলছে ও তাঁর নির্দেশেই এই ৫জনকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে যাতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁদের গ্রেফতার করা যায়। এই নিয়ে গতকালই শাহকে একহাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন কুণাল কলকাতার জানিয়েছেন, 'বিজেপি করলে অ্যারেস্ট করা হবে না, এমন কোনও নিয়ম আছে নাকি? সারদা-নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করে আগে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করুক সিবিআই। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম নারদ, সারদা সহ একাধিক মামলায় রয়েছে। তিনি কী করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? তাঁকে ধরে আগে সিবিআই তাঁদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করুক।

কুণালের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী নারদায় ক্যামেরায় সামনে টাকা নিয়েছেন। সুদীপ্ত সেন বলছেন, ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতাদেরও বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। সিবিআই-ইডি নিরপেক্ষ হলে তাঁদের গ্রেফতার করছে না কেন? অভিষেককে ভয় পাচ্ছে বলে কুৎসা করছে। অভিষেককে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারছে না বলেই ইডি-সিবিআই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পর অনেকটাই সুস্থ গেহলট, ফিরলেন বাড়িতে

জয়পুর, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দু"দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি ফিরলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রবিবার জয়পুরের সওয়াই মান সিং (এসএমএস) হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে। হাসপাতাল থেকে সোজা বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। আপাতত কিছুদিন তাঁকে বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা।

কোভিডের পর থেকে গেহলটের শরীর ভালো যাচ্ছিল না, বুকে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য ২৭ আগস্ট ভর্তি হন এসএমএস হাসপাতালে। একটি স্টেন্ট বসানো হয়েছে গেহলটের শরীরে, তাঁর একটি করোনারি ধমনীতে ৯০ শতাংশ ব্লকেজ ছিল।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, গেহলট এখন অনেকটাই সুস্থ, তাই রবিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

গুয়াহাটিতে প্রায় সাত কোটি টাকার ড্রাগস সহ ধৃত ছয়

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মাদক-বিরোধী অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য লাভ করেছে অসম পুলিশ। এবার প্রায় সাত কোটি টাকার ১.২ কিলোগ্রাম হেরোইন এবং একটি বলেরো গাড়ি সহ ছয় ড্রাগস মাফিয়াকে গুয়াহাটির সোনাপুর টোলগেটের কাছে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, গতকাল শনিবার গভীর রাতে সোনাপুর টোল গেটের কাছে অভিযানকারী পুলিশের দল একটি বলেরো গাড়ি আটক করে তাতে ব্যাপক তালাশি চালায়। তালাশি চালিয়ে গাড়ির সিটের নীচ, বনেটের নীচে ইঞ্জিন ও কারবরেটরের সঙ্গে সংযুক্ত বাক্সে, পিছনের (রিয়ার) লাইটের রিফ্লেকটরের পেছনে অতি কৌশলে রাখা ছিল হেরোইন ভরতি ১০০টি প্যাকেট। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, হেরোইনগুলি মণিপুর থেকে অসমের রাজধানী গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল। নির্দিষ্ট এই খবর তাঁদের কাছে আগাম চলে আসায় পুলিশ আবারও বড়সড় সাফল্য লাভ করেছে। এদিকে রাজ্য পুলিশের বৃহৎ সাফল্যের খবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হান্ডলে শেয়ার করেছেন। রাজ্যকে মাদক-মুক্ত করতে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে এই সাফল্যে তিনি অসম পুলিশকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

'সিপিএম আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তৃণমূলে আসুন', নেটিজেনের প্রস্তাবে জবাব শ্রীলেখার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দত্তক নেওয়া এক সারমেয়র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোরগোলের মাঝেই শ্রীলেখা মিত্রকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন নেটদুনিয়ার এক নাগরিক। সেই প্রস্তাব সসম্মানে নাকচ করে দিলেন অভিনেত্রী।

নিজেকে সক্রিয় বাম সমর্থক হিসেবেই বরাবর পরিচয় দিয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র। একুশের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হননি ঠিকই, তবে সারা বাংলায় ঘুরে ঘুরে লাল শিবিরের হয়ে প্রচার করে গিয়েছেন। রক্তদান শিবির থেকে শ্রমজীবী ক্যান্টিন হয়ে নির্বাচনী প্রচার-- বাদ দেননি কিছুই। শ্রীলেখা এবং তাঁর পরিবার আজীবন সিপিএম সমর্থক। সেই বিশ্বাস, বাম দলের সঙ্গে সেই সুসম্পর্কে কি এ বার চিড় ধরতে চলেছে? নেটাগরিকরা তেমনই অনুমান করছেন শ্রীলেখার রবিবারের একটি সামাজিক পোস্ট থেকে। শাসক দলের জনৈক সমর্থক খোলাখুলি অভিনেত্রীকে মন্তব্য বিভাগে লিখেছেন, 'সিপিএম আপনাকে কষ্ট দিয়েছে! দিদি আপনি তৃণমূলে আসুন।" এই ডাকে কি আদৌ সাড়া দিচ্ছেন শ্রীলেখা? সুইৎজারল্যান্ড থেকে মুঠোফোনে শ্রীলেখার সাফ জবাব, "কিছু উঠতি বাম সমর্থকের মন্তব্যের জেরে আজন্মের বিশ্বাসে বদল ঘটবে না। আমি কোনও দিনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়াইনি। আগামী দিনেও সেই পথে হাঁটব না।" শ্রীলেখার সামাজিক পাতা বলছে, পথপশুর দত্তক নেওয়াকে কেন্দ্র করেই বাম দলের সঙ্গে ইদানিং সম্পর্কের সামান্য অবনতি তাঁর। রেড ভলান্টিয়ার্সের শশাঙ্ক ভাভসার এক পথপশুকে দত্তক নেবেন এই শর্তে তাঁর সঙ্গে ডেট করেন তিনি। অভিনেত্রীর অভিযোগ, ডেটের এক মাসের মধ্যে ওই শশাঙ্কের গাফিলতিতে দত্তক নেওয়া পথপশুটির মৃত্যু হয়। শ্রীলেখা জানান, "রেড ভলান্টিয়ার্স বলেই শশাঙ্ককে বিশ্বাস করেছিলাম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণতি হবে ভাবতে পারিনি। শশাঙ্ক রেড ভলান্টিয়ার্স সংগঠনের কলঙ্ক।" সে কথা তিনি পোস্টেও লেখেন। এর পরেই শশাঙ্কের সমর্থনে মুখ খোলেন এই প্রজন্মের কিছু বাম সমর্থক। নেট কাজিয়া অনুযায়ী, তাঁরা 'একটি কুকুরই তো মারা গিয়েছে' বলে কটাক্ষও করেন। ডেটের বিনিময়ে পথপশু দত্তক নেওয়া নিয়েও তাঁরা কটূক্তি করতে ছাড়েননি অভিনেত্রীকে। ফেসবুকে মানস সরকার নামের এক নেটিজেনের সঙ্গে কথোপকথনের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন শ্রীলেখা। যেখানে মানসবাবু লিখেছিলেন, "সিপিএম আপনাকে কষ্ট দিয়েছে দিদি আপনি তৃণমূলে আসুন। এবার নির্বাচনে সিপিএমের জন্য এতকিছু করলেন, তার বিনিময়ে আপনি কী পেয়েছেন? টাকা-পয়সা? কিছুই পাননি। তার বিনিময়ে পেলেন শুধু কষ্ট আর যন্ত্রণা! আপনি তৃণমূলে আসুন। এখানে চিরঞ্জিৎ, শতাব্দী, দেব, নুসরত, মিমি, জুন, কাঞ্চন-সহ আপনার একদা সহশিল্পী, সতীর্থদের অনেকেই সম্মান ও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গেই রয়েছেন।" মানস সরাকারের এই কথার জবাব দিতে গিয়ে শ্রীলেখা মিত্র লেখেন, "সিপিএমের কিছু অতি পাকা ছেলেমেয়ের জন্য পার্টির সমর্থন ছাড়ব না ভাই। ওটা নিয়েই বেঁচেছি, আর ওই বিশ্বাসেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। কে কী বলল এত ভাবলে তো বাঁচতেই পারব না। কিন্তু তুমি যে ফিল করেছো তার জন্য ধন্যবাদ।" পোস্টটি শেয়ার করে ক্যাপশনে আবার অভিনেত্রী লিখেছেন, "তৃণমূল সমর্থক বুঝল যাক।"

কলেজে ভর্তি নিয়ে চিন্তায় পড়ুয়া, অভিভাবকরা

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): এই মুহূর্তে সল্ট লেকের চক্রবর্তী-দম্পতির একটাই চিন্তা। মেয়ে কোথায় ভর্তি হবে, তা নিয়ে। স্ত্রী একটি নামী ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক। স্বামী গত বছর সাংবাদিক হিসাবে অবসর নিয়েছেন একটি নামী সংবাদপত্র-গোষ্ঠী থেকে।

প্রায় একই অবস্থা এবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে আবেদনকারী উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর তাদের অভিভাবকদের। চক্রবর্তী-দম্পতির একমাত্র কন্যা একটি নামী স্কুলের ভাল ছাত্রী। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল নম্বর পেয়েছে। তাঁদের কথায়, "এবার তো প্রায় সবাই ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর পেয়েছে। বাছাইপর্ব হবে কীভাবে?" বিএ, বিএসসি, বিকম, বিএমাস, বিবিএ-সহ বিভিন্ন স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ অগস্ট থেকে আবেদন শুরু হয়। ভর্তি পোর্টাল চালু হয় ১০ অগস্ট থেকে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। ঠিক হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করার কথা ২৮ আগস্ট এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

প্রতিবেশী রাজ্য বিহার-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হবে ২ অক্টোবর থেকে। তবে তা অনলাইনে হবে নাকি কলেজের ক্লাসরুমে, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

কলকাতার ৮টি কলেজের ১১ হাজার আসনে প্রায় ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। সংখ্যাটা প্রায় ৪ লক্ষে দাঁড়াতে পারে বলে শিক্ষামহলের অনুমান। একাদশ শ্রেণিতে আসনবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কলেজের ক্ষেত্রে তা এখনও হয়নি। ফলে চূড়ান্ত সঙ্কট দেখা দেবে বলে শিক্ষক-অভিভাবক-পড়ুয়া সবারই আশঙ্কা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলতি বছর স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা প্রচুর। শুক্রবার ছিল ওই ভর্তির আবেদনের শেষ দিন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এ বার উচ্চ মাধ্যমিক- সহ অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া পাশ করেছেন। এর সঙ্গে ভর্তির আবেদন এখন বিনামূল্যে করা যায়। পাশাপাশি, উচ্চ মাধ্যমিকে সংশোধিত ফল প্রকাশের কারণে একাধিক বার একই বিষয়ে আবেদন করেছেন, এমনও বহু পড়ুয়া আছেন।

চলতি বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এখানে স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান শাখায় আসন সংখ্যা ৩৩৪। অথচ সেখানে আবেদন জমা পড়েছে ৩২,৬০১টি। পদার্থবিদ্যায় ৮১টি আসনে আবেদনকারীর সংখ্যা আবার ৯,৪০৫। রসায়নে ৭২টি আসনে আবেদনকারীর সংখ্যা ৮, ৭১৫। গণিতে ১১০টি আসনের জন্য আবেদন করেছেন ৭,৮৫৫ জন। কলা বিভাগে সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা ৬৪২। আবেদন জমা পড়েছে ২১,৫৫৩টি! সব চেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি এবং ইতিহাসে। এই তিন বিষয়েই আসন সংখ্যা ৭২টি করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আবেদনের সংখ্যা ৪৪৪৭, ইংরেজির ক্ষেত্রে ৪১২২ এবং ইতিহাসে ৩৮৩৪।

বিএ-তে ইংরেজিতে ভর্তি হতে চেয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ৭৪২৫ জন আবেদন করেছেন।

কলা শাখায় যাদবপুরে ৬৪২টি আসনের জন্য সব মিলিয়ে ২১ হাজারের কিছু বেশি আবেদন জমা পড়েছে। ৪১২২ জন ইংরেজিতে ফর্ম জমা দিয়েছেন।

প্রথমে আবেদনের শেষ দিন ছিল ২০ অগস্ট। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ওই দিন পর্যন্ত প্রায় ৬৪ হাজারের মতো আবেদন জমা পড়েছিল। গত বছর এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬ হাজার। পরে ২৭ অগস্ট পর্যন্ত আবেদনের দিন বাড়ানোয় এই সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

একই ছবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে। বহু কলেজেই আসনের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। এমন একাধিক কলেজ আছে, যেখানে ৫০ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

ওই কলেজগুলির মধ্যে শুধু লেডি ব্রেবোর্ন কলেজেই জমা পড়েছে ৩২ হাজারেরও বেশি ভর্তির আবেদন। সেখানে আসন সংখ্যা ৬০০ বলে জানালেন অধ্যক্ষা শিউলি সরকার। মৌলানা আজাদ কলেজে আসন সংখ্যা ১০৩২। অধ্যক্ষ শুভাশিস দত্ত জানালেন, স্নাতকে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে সাড়ে ৪১ হাজার।

শিউলিদেবী এবং শুভাশিসবাবু দু'জনেরই মত, সব বোর্ডেই তুলনামূলক ভাল ফল এর অন্যতম কারণ। এর সঙ্গে ভর্তির জন্য কোনও আবেদন ফি না থাকায় পড়ুয়ারা একাধিক বিষয়ে একাধিক কলেজে আবেদন করেছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জঙ্গিদের গুলিতে পাঁচ লরি চালকের মৃত্যু, প্রতিবাদে কাল ভোর পাঁচটা থেকে অসমে ২৪ ঘণ্টার চাকা বনধের ডাক মোটর শ্রমিক ফেডারেশনের

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : গত ২৬ আগস্ট ডিমা হাসাও জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা পাঁচ নিরীহ লরি চালককে গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে আগামী ৩১ আগস্ট ভোর পাঁচটা থেকে ১ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য জুড়ে ২৪ ঘণ্টার চাকা বনধের ডাক দিয়েছে সারা অসম মোটর শ্রমিক ফেডারেশন।

গত ২৬ আগস্ট ডিমা হাসাওয়ের দিয়ুংমুখ থানার অন্তর্গত রেঞ্জারবিল অঞ্চলে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের আক্রমনে পাঁচ নিরীহ লরি চালক নিহত হওয়ার পর থেকে হোজাই জেলার লংকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। লংকার ক্ষুব্ধ মানুষ পথ অবরোধের মতো কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। ডিমা হাসাও থেকে লংকা হয়ে কোনও গাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন-কি বাইরে থেকেও কোনও যানবাহন ডিমা হাসাও জেলায় আসতে দিচ্ছেন না অবরোধকারীরা। অত্যাবশক সামগ্রী নিয়ে কোনও চ্যাক, পেট্রোল ট্যাঙ্কার কিছুই ডিমা হাসাও জেলায় আসতে দেওয়া হচ্ছে না। যার দরুন ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল ডিজেলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে অত্যাবশক সামগ্রীর সঙ্কট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়।

আজ রবিবার এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সমরজিৎ হাফলংবার এক পত্র প্রেরণ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আহ্বান জানান। হাফলং রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সমরজিৎ হাফলংবার দিয়ুংমুখের রেঞ্জারবিল অঞ্চলে সংগঠিত ঘটনার কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, ২৬ আগস্ট রাতে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবার ও লংকার স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এমন-কি স্থানীয় মানুষ আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, কিছু সাংবাদ মাধ্যমে দেখা গেছে, লংকার স্থানীয় মানুষ ডিমা হাসাও আর ডিমাসা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছে যা অতি দুর্ভাগ্যজনক।

সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, সেদিন রাতে উগ্রপন্থী বা দুষ্কৃতকারীরা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত করেছে তার জন্য ডিমাসা জনগোষ্ঠীর মানুষকে দায়ী করা বা কুরুচিকর মন্তব্য করা উচিত নয়। এমন-কি এই ঘটনাকে কোনও অবস্থায় সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ায় যায় না। কারণ যারা এই ঘটনা সংগঠিত করেছে এদের জাত, ধর্ম কিছুই নেই। আমরা এ ধরনের অপকর্মের ভুক্তভোগী। কারণ কুড়ি-পঁচিশ বছর থেকে আমরাও উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপে ভুগেছি। এই জেলায় অনেক মহান ব্যক্তিদের হারিয়েছি। জঙ্গি সন্ত্রাসের ফলে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। এই অবস্থায় লংকায় যাতে ডিমা হাসাওয়ের মানুষের সঙ্গে কোনও অঘটন না ঘটে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র লিখে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান সমরজিৎ হাফলংবার।

তাঁর আশা, এই পত্র পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ডিমা হাসাও এবং লংকার মানুষ এক জোট হয়ে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। ডিমা হাসাও ও লংকার মানুষের মধ্যে যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, যাতে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে। যে সব দুষ্কৃতকারী ২৬ আগস্ট ঘটনা সংগঠিত করেছে এদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমাদের এক জোট হয়ে লড়াই করতে হবে। এমন-কি অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন করতে পারি সে নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তাই এ ক্ষেত্রে লংকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন সমরজিৎ হাফলংবার।

ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে হোক আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক এনিয়ে যাতে দুটি জেলার মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে সে নিয়ে দুটি জেলার মানুষকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার। তাছাড়া নিহত পাঁচ লরি চালকের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান প্রাক্তন বিধায়ক।

সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা বলেন, ২৬ আগস্ট দিয়ুংমুখের ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস দল দুঃখ প্রকাশ করে এর উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ড্যানিয়েল বলেন, ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ডিএনএলএ জড়িত রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে পুলিশ সন্দেহ করছে ওই ঘটনায় ডিএনএলএ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জঙ্গি সংগঠনটির পক্ষ থেকে ওই ঘটনা নিয়ে কোনও বিবৃতি আসেনি বলে ড্যানিয়েল লাংথাসা বলেন। তাঁর ধারণা, ওই ঘটনার পিছনে বহিঃরাজ্যের হাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এর তদন্ত এনআইএ বা সিবিআইকে দিয়ে করানো উচিত বলে দাবি করেন ড্যানিয়েল লাংথাসা।

তিনি বলেন, ২৬ আগস্টের ঘটনার পরই রাজ্য সরকার বা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের উচিত ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তা না করে পার্বত্য পরিষদ ভিস্টাডোম ট্রেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ড্যানিয়েল বলেন, ভিস্টাডম জরুরি আর পর্যটনও জরুরি।

কোভিড-সংক্রমণ লাগাতার বাড়ছে ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ১.১৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনা-সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা কয়েকদিন পর ৫০০-র নীচে নামল। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ০৮৩ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৬০ জনের। শনিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৫,৮৪০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৬৮,৫৫৮ জন (১.১৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৮,৭৮৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৫৫,৩২৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৫,০৮৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ০৩০ জন। ভারতে ৬৩.০৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৩,০৯,১৭,৯২৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৩,৮৫,৮৬৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৬০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৭,৮৩০ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, শনিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৫,৮৪০ জন। ফলে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৮,৮৮,৬৪২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৩ কোটি ০৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৯২৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র কেরলেই বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,২৬৫ জন ও মৃত্যু হয়েছে ১৫৩ জনের। সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউন কেরলে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যেখানে ভগবান রাম সেখানেই অযোধ্যা : রাষ্ট্রপতি

অযোধ্যা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মন্দির শহর অযোধ্যায় এসে রাষ্ট্রপতি বললেন, যেখানে অযোধ্যা সেখানেই রাম। ভগবান রাম ছাড়া অযোধ্যা, অযোধ্যা নয়। রবিবার অযোধ্যায় রামায়ণ কনক্লেভের উদ্বোধনের পর এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। দিল্লি থেকে রবিবার সকালেই বিশেষ ট্রেনে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় এসেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সপরিবারে এক-দিনের জন্য মন্দির শহর অযোধ্যা সফরে এসেছেন রাষ্ট্রপতি। অযোধ্যায় এদিন রামায়ণ কনক্লেভের উদ্বোধন এবং পর্যটন তথা সংস্কৃতি বিভাগের প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'ভগবান রাম ছাড়া অযোধ্যা, অযোধ্যা নয়। যেখানে রাম আছেন সেখানেই অযোধ্যা আছে। ভগবান রাম স্থায়ীভাবে অযোধ্যায় বাস করেন। তাই প্রকৃত অর্থে এই স্থান অযোধ্যা।'

গোমতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ আগস্ট।। অনেকেই মানত করে নিজের গাভীর বাচ্চা মহাদেবের নামে উৎসর্গ করে থাকেন। এই ধরনের একটি মহাদেব গোমাতা বিগত কয়েক দিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনা কাকড়াবন আর ডি ব্লকের অর্ন্তগত মির্জা এলাকায় আজ বেশ কিছুদিন ধরে একটি গোমাতা অসুস্থ হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পশু চিকিৎসক দ্বারা এই মহাদেব গোমাতাটিকে চিকিৎসা করানোর ফলে গোমাতা মহাদেবটি সুস্থ করার প্রয়াস নিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা।

সমাজ সেবা মূলক কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ। সবাই প্রার্থনা করছেন মহাদেব গোমাতাটির দ্রুত আরোগ্য লাভের।

উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

পূর্বে গাঁজা মার্কেট অথবা ফেন্সি মার্কেট হিসেবে মানুষ জানতো।তাছাড়া শহরের বুকে রাস্তার দু''পাশ থেকে হকারদের পূর্ণ সংস্থান দিয়ে তোলা হবে।আর তাতে করে বাণিজ্য নগরী ধর্মনগর শহরের ব্যস্ততম সড়ক গুলিতে যানজট অনেকটা কমে যাবে।বিশ্ববন্ধু সেন আরো বলেন, ধর্মনগর বিবিআই স্কুলের পাশের সুইমিং পুলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সেটিকে সংস্কার করে চতুর্দিকে বাউন্ডারি দিয়ে লাইটিং করে নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী দিনে নয়াপাড়া মোটর স্ট্যান্ডকে বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে দিগলবাক সংলগ্ন পরিবহন দপ্তরের অফিসে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন আরো বলেন, ধর্মনগর পুরো পরিষদের অধীন ধর্মনগর বাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে উক্ত এলাকাতে কোন ধরনের মাটির রাস্তা থাকবে না। শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার দুপাশে করা হয়েছে ড্রেইন।তিনি আরো বলেন,ধর্মনগর বিধানসভার অন্তর্গত গ্রামের রাস্তা গুলিতে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে।সাথে পানীয় জলের সুব্যবস্থা রয়েছে প্রত্যেকটি গ্রামে।পরিশেষে বিশ্ববন্ধু সেন আরো বলেন,রাজ্য সরকার সাড়ে তিন বছরে গোটা উত্তর জেলার পাশাপাশি ধর্মনগর শহরে অনেক উন্নয়নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং আগামী দিনেও করবে।তবে সর্বোপরি উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের 'গ্রীন ধর্মনগর,ক্লিন ধর্মনগর এবং লাভ ধর্মনগর' স্লোগানটি পূর্ণতা পেয়েছে।

সাউথ ত্রিপুরা বাস চালক সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ আগস্ট।। ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত সাউথ ত্রিপুরা বাস চালক সংঘের উদ্যোগে দ্বি বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার বিলোনিয়া সানাই বিয়ে বাড়িতে। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিণ জেলা সভাপতি সুভাষ দাস, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক রাজেশ চক্রবর্তী, বাস জীপ চালক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দাস, বি এম এস এর রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামল দত্ত, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃত্বরা। উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সকলের উত্থাপিত নানান সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার। সংগঠনকে শক্ত করার লক্ষ্যে বিগত সরকারের নানান দিক সমালোচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে কাঁধ মিলিয়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার জন্য।

উদয়পুরেও স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯শে আগস্ট।। স্বচ্ছতাহি সেবা হে, ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশনায় একমাস ব্যাপী স্বচ্ছতা সংকল্পে আগামী প্রতি রবিবারে বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান চলছে সারা রাজ্যের সাথে উদয়পুরেও। তারই অংশ হিসেবে রবিবার রমেশ চৌমুহনীতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পর্যটন পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়,উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিনায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ,উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, সমাজসেবী অভিষেক দেব রায় ও প্রবীর দাস প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার বাড়ি বাড়ি ময়লা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে চারটি ব্যাটারি চালিত আবর্জনা পরিবহনকারী ভ্যান প্রদান করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রমেশ চৌমুহনী এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। উদয়পুর রমেশ চৌমূহনীস্থিত অস্থায়ী মঞ্চে উল্লিখিত বক্তারা স্বচ্ছতা ও বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল লক্ষণীয়।

লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়ার মোহরপাড়াস্থিত নট্রিডেম হলিক্রস হাই স্কুলের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া লায়ন্স ক্লাবের সহায়তায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বর্তমান করোণা পরিস্থিতিকে মান্যতা দিয়ে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় মোট ৩০জন রক্তদাতা রক্তদান করে। এই রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নট্রিডেম হলিক্রস হাই স্কুলের সিএসি জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাদার আব্রাহাম; বিদ্যালয়ের ফাদার ভ্যালেরিয়ান; তেলিয়ামুড়া লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি হারান চন্দ্র দাস; সহ-সভাপতি সুমন পাল সহ অন্যান্যরা।এদিনের এই রক্তদান কর্মসূচীতে লায়ন্স ক্লাবের সদস্য সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসবের মেজাজে রক্তদানের সামিল হন।

আসছেন

● প্রথম পাতার পর

সব ভুলিয়ে দেয়। প্রেম এবং নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, সারা ভারত জুড়ে পালিত হয়। শরতের আগমনী বার্তা নিয়ে তেলিয়ামুড়া শহর সহ গোটা ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। এই শরতের আগমনী বার্তা নিয়ে এক গৃহিণী স্বপ্না গোস্বামী ভৌমিক ছন্দে তুলে ধরেন, ভোরের ঝরে পড়া শিউলী, আকাশে পেঁজা তুলো মেঘ, মাঠে ঘাটে বাতাসে দোলা লাগানো কাশফুল জানান দিচ্ছে 'মা' আসছেন। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েক দিন। তারপরেই ঢাকে কাঠি পড়বে। নরী শক্তিরুপে মায়ের আগমন ঘটবে মর্তে।

নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে।

শ্যামল সরকার যে মেয়েকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছিল ওই নাবালিকা গর্ভবতী-মেয়ে শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলে শনিবার রাত ৮:২০মিঃ নাগাদ একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান প্রসব করে।ধর্ষিতা নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, তারা পুত্র সন্তানকে লালন-পালন করতে নারাজ। তবে এখন প্রশ্ন উঠছে, এই পুত্র সন্তানটির ভবিষ্যৎ কি হবে? বর্তমানেয় মা এবং সন্তান উভয়ই সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

দু'জনের

● প্রথম পাতার পর

সেই সঙ্গে গাড়ি ও বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে। এতে আহত হয়েছে ভবতোষ দাস নামে এক ব্যাক্তি। একটি আল্টো গাড়ী পেছন দিক থেকে ভবতোষকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পথ চলতি সাধারণ মানুষ ভবতোষকে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে দুজনের অবস্থাও আশঙ্কা জনক বলে জানা গেছে।

বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর

বাজারে মনসুর আলী তার বড় ভাই সুন্দর আলী এবং সত্তর আলীর কাছে জানতে চায়, কেন তার বাড়িঘর এমনকি সবজি বাগান নষ্ট করে দেয়। এনিয়ে ঘটে যত বিপত্তি। কমলনগর বাজারে বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করতে যাওয়াতে তার ওপর হামলে পড়ে দা লাঠি দিয়ে তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে তার ভাই এবং ভাতিজারা। তখন তার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন ছুটে আসে। তখন তাকে উদ্ধার করে কমলনগর হাসপাতলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার ভাই ভাতিজারা তাকে কমল নগর হাসপাতাল নিয়ে যেতে দেয়নি। তখন থাকে কমলনগর থেকে বক্সনগর হাসপাতলে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। তার পায়ে আট টি সেলাই লাগে। এ নিয়ে গোটা এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে উত্তর পূর্বা'লের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়নের একটি গেইটওয়ে হিসেবে তুলে ধরতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর সুফল হিসেবে উন্নয়নের নিরিখে উত্তর পূর্বা'ল এগিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেন, এমন গ্রামপা'য়েত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যেখানে সুশিক্ষা, পোষন, রোজগারের সুনিশ্চয়তা, মহিলা ক্ষমতায়ণ, আবাস, সুলভ শৌচাগার, মহিলাদের জন্য রান্নার গ্যাস সংযোগ, বিদ্যতায়ণ ও উন্নত সড়ক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা থাকবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আত্ম নির্ভরতার মূল শর্ত হল স্বনির্ভর মানসিকতা। রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশে অর্ধেক ভাগীদার হিসাবে মহিলাদের তুলে ধরতে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে স্বসহায়ক দল গঠন করে রাজ্যের বড় মাত্রায় মহিলাদের রোজগার তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে একদিকে যেমন স্বসহায়ক দলের সংখ্যা বেড়েছে তেমনি বেড়েছে এই ক্ষেত্রে লগির পরিমাণও। আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে স্বসহায়ক দল গঠন সহ বিভিন্নভাবে মহিলা স্বয়ম্ভরতার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অনুষ্ঠান ম' থেকে একযোগে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের মধ্যে ৩৫ কোটি টাকা ঋণের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সহজ শর্তে ঋণের

প্যারালিম্পিক্সে প্রথম পদক ভারতের ঝুলিতে, টেবিল টেনিসে রুপো জিতলেন ভাবিনা

টোকিও, ২৯ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিক্সে দেশকে গর্বিত করলেন ভাবিনাবেন প্যাটেল। তৈরি করলেন ইতিহাস। টেবিল টেনিসে রুপো জিতেছেন ভাবিনা, এখনও পর্যন্ত ভাবিনার রুপোই এবারের প্যারালিম্পিক্সে ভারতের ঝুলিতে আসা প্রথম পদক। রবিবার চিনের ঝৌ ইংয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হেরে গেলেন ভাবিনাবেন। খেলার ফল ০-৩ (৭-১১, ৫-১১, ৬-১১)।

প্রথম গেমে ৭-১১ ব্যবধানে হেরে যান ভাবিনা। চিনের ঝৌ ইং প্রথম গেম থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করেন। একের পর এক পয়েন্ট হারাতে থাকেন তিনি। দ্বিতীয় গেমেও শুরু থেকেই দাপট ছিল ঝৌ ইংয়ের। ৫-১১ ব্যবধানে সেই গেম হেরে যান ভাবিনাবেন। এরপর ৬-১১ ব্যবধানে শেষ গেম হেরে যান ভাবিনা। ফাইনালে হারলেও ভারতকে রুপো এনে দিয়েছেন ভাবিনা প্যাটেল। ভাবিনা অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের মেহসানায় ভাবিনার পরিজনরাও আনন্দে মেতে উঠেছেন।

ভাবিনাকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতির, প্রধানমন্ত্রী বললেন ইতিহাস রচিত হল!

সোনা জয়ের স্বপ্নপূরণ হয়নি, তবে টোকিও প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে রুপো জিতেছেন ভাবিনাবেন প্যাটেল। এই সাফল্যের জন্য ভাবিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'আপনার অসাধারণ সঙ্কল্প ও দক্ষতা ভারতে গৌরব এনে দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'অসাধারণ ভাবিনা প্যাটেল ইতিহাস রচনা করেছেন!' শনিবারই সেমিফাইনালে জয়ী হন ভাবিনা। এরপর রবিবার তিনি খেলতে নামেন চিনের ঝৌ ইংয়ের বিরুদ্ধে। ঝৌ ইংয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হেরে যান ভাবিনাবেন। খেলার ফল ০-৩ (৭-১১, ৫-১১, ৬-১১)। ফাইনালে হারলেও ভারতকে রুপো এনে দিয়েছেন ভাবিনা প্যাটেল। ভাবিনা অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি টুইট-বার্তায় জানিয়েছেন, 'প্যারালিম্পিক্সে রুপো জিতে ভারতীয় দল ও ক্রীড়াপ্রেমীদের অনুপ্রাণিত করলেন ভাবিনা প্যাটেল। আপনার অসাধারণ সঙ্কল্প ও দক্ষতা ভারতে গৌরব এনে দিয়েছে। আপনাকে অভিনন্দন।' প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, ''অসাধারণ ভাবিনা প্যাটেল ইতিহাস রচনা করেছেন!

ঐতিহাসিক রুপোর পদক আনছেন তিনি। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন।'

কিছুটা নার্ভাস ছিলাম, খেলার কৌশল ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি : ভাবিনা প্যাটেল

টোকিও প্যারালিম্পিক্সে রুপো জিতলেও, ততটা খুশি হতে পারলেন না ভাবিনা প্যাটেল। সোনা জয়ের স্বপ্ন হাতছাড়া হল তাঁর। ফাইনালে পরাজয়ের পর টোকিও থেকেই ভাবিনা প্যাটেল জানিয়েছেন, 'কিছুটা নার্ভাস ছিলাম, তাই খেলার কৌশল ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি।' ভাবিনা জানিয়েছেন, 'পরের বার, অবশ্যই নিজের সেরাটা দেব। আমি খুশি যে প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে রুপো জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত।'

নিজের পদক দেশকে উৎসর্গ করে ভাবিনা জানিয়েছেন, 'এই রুপো পদক আমি দেশকে উৎসর্গ করছি। আমার কোচ, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের ক্রমাগত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।' এদিন ভাবিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাবিনাকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আপনি ইতিহাস রচনা করেছেন। ভবিষ্যতের জন্য ভাবিনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভাবিনা প্যাটেলকে অভিনন্দন অমিত শাহর

ভাবিনা প্যাটেলকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার অমিতবাবু টুইটে লেখেন, "ভারতের মেয়ে আরেকবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভাবিনা প্যাটেলকে অনেক অভিনন্দন, যিনি প্যারালিম্পিকে রৌপ্য পদক জিতে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এবং প্রতিটি ভারতীয় এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বে বিশেষ করে জাতীয় ক্রীড়া দিবসে খুশি। ভাবিনা, গোটা দেশ তোমাকে নিয়ে গর্বিত।"

মাত্র ১২ মাস বয়সেই পোলিও-র শিকার হন ভাবিনা প্যাটেল। সেই প্রতিবন্ধকতাকে নিয়েই ইতিহাস গড়েছেন। শনিবার সেমিফাইনালে বিশ্বের তিন নম্বর চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী মিয়াও ঝাং-কে পরাস্ত করেন ৭-১১, ১১-৭, ১১-৪, ৯-১১, ১১-৮ ফলাফলে। তার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে ভাবিনা পরাস্ত করেছিলেন রিও প্যারালিম্পিকের সোনা জয়ী প্যাডলার বিশ্বের দুই নম্বর সার্বিয়ার বরিস্লাভা পেরিচ রাঙ্কভিচকে। তারপরেই ভাবিনার পদক জয় নিশ্চিত হয়। রবিবার ফাইনালে বিশ্বের একনম্বর প্যাডলার চিনের ইয়াং ঝৌ-য়ের কাছে ০-৩ হেরে যান।

ভাবিনাকে অভিনন্দন রূপানির, ৩ কোটি টাকা দেবে গুজরাট সরকার

টোকিও প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে রুপো জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন ভাবিনাবেন প্যাটেল। দেশকে গর্বিত করা ভাবিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। পাশাপাশি গুজরাট সরকারের পক্ষ থেকে ভাবিনাকে ৩ কোটি পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, গুজরাট সরকারের দিব্যাং খেল প্রতিভা প্রোৎসাহন পুরস্কার যোজনার অধীনে ভাবিনা প্যাটেলকে ৩ কোটি টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

টোকিও প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে রুপো জিতেছেন ভাবিনা, এখনও পর্যন্ত ভাবিনার রুপোই এবারের প্যারালিম্পিক্সে ভারতের ঝুলিতে আসা প্রথম পদক। রবিবার চিনের ঝৌ ইংয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হেরে গেলেন ভাবিনাবেন। খেলার ফল ০-৩ (৭-১১, ৫-১১, ৬-১১)।

ভাবিনা প্যাটেলকে অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভাবিনা প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "টোকিও প্যারালিম্পিকে রৌপ্য পদক জেতার জন্য ভাবিনা প্যাটেলকে আন্তরিক অভিনন্দন। এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য আমরা আপনাকে নিয়ে গর্বিত! আপনার ভবিষ্যতের সমস্ত প্রচেষ্টায় আপনার জন্য শুভ কামনা।"

প্রসঙ্গত, টোকিও প্যারালিম্পিকের ফাইনাল হেরে গিয়েছেন ভারতের ভাবিনাবেন হাসমুখভাই প্যাটেল। মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ফোর ইভেন্টের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তারকা তথা পাঁচটি প্যারালিম্পিক সোনাজয়ী চিনের ইং ঝউয়ের কাছে তাঁকে স্ট্রেট সেটে হারতে হয়েছে। ০-৩ গেমে ম্যাচ হেরেও দেশকে রুপো দিয়েছেন ভাবিনা।

লা লিগায় দ্বিতীয় জয়, সাত পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২৯ অগাস্ট (হি.স.) : মরশুমের তৃতীয় ম্যাচে রিয়াল বেটিসকে ১-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ।এই ম্যাচেও নিজের জাত চেনালেন সম্প্রতি রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া করিম বেঞ্জেমা। দলের নতুন অধিনায়ক মার্সেলোর অনুপস্থিতিতে অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সের ফের একবার রিয়াল জয়ের কারিগর হলেন এই ফরাসি স্ট্রাইকার। স্বদেশীয় কিলিয়াম এমবাপের রিয়ালে যোগ দেওয়া নিয়ে ইউরোপীয় ফুটবল মহল সরগরম। এরই মাঝে লা লিগার চলতি মরশুমের তৃতীয় ম্যাচে রিয়াল বেটিসকে ১-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ।৬১ মিনিটে ভিনিসিয়স জুনিয়রের শুরু করা প্রতিআক্রমণ থেকে বেঞ্জেমার পাসে ভলিতে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন রাইট ব্যাক ড্যানি কার্ভাহাল। সেই সঙ্গে আবারও একবার কার্লো আনসেলত্তির দলে তিনি যে কতটা অপরিহার্য, তার

প্রমাণ দিলেন বেঞ্জেমা। নতুন মরশুমে ইতিমধ্যেই তিন ম্যাচে এটি তাঁর তৃতীয় অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি দুটি গোলও রয়েছে রিয়াল স্ট্রাইকারের ঝুলিতে।

প্রসঙ্গত, ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার আগে এটিই ছিল মাদ্রিদের শেষ ম্যাচ। এমবাপে দলে যোগ দিক আর না দিক, দল যে এ মরশুমে আনসেলত্তির অধীনে খেতাব জয়ের যোগ্য দাবিদার তা আবারও প্রমান করলেন রিয়াল ফুটবলারার। ম্যাচের পর অবশ্য সোজাসুজি না বললেও এমবাপেকে দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান ম্যাচ উইনার কার্ভাহাল। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আনসেলত্তি এটা আগেই বলেছে। দলকে যা সাহায্য করব তাই ভাল। আশা করছি উইন্ডো শেষ হওয়ার আগে আমরা দলের শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হব।' এবার আসন্ন দিনে এমবাপে রিয়ালে যোগ দেন কিনা, সেটাই দেখার। বর্তমানে সাত পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ তালিকায় শীর্ষে রিয়াল। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতকে দ্বিতীয় রুপো দিলেন নিশাদ কুমার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতকে দ্বিতীয় রুপো জেতালেন নিশাদ কুমার। পুরুষদের হাই জাম্পে।

রবিবার তিনি নিজের সেরা উচ্চতা ২.০৬ মিটার লাফিয়ে রুপো জয় করলেন। এর আগে, আজ সকালে মহিলাদের টিটিতে ভারতকে এবারের প্যারালিম্পিকে প্রথম পদকটি এনে দেন ভাবিনা বেন প্যাটেল। জাতীয় ক্রীড়া দিবসকে স্মরণীয় করে রেখে বিকেলে রুপো জয় নিশাদ কুমারের।

এই ইভেন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলিট রডরিক টাউনসেন্ড সোনা এবং ডালাস ওয়াইস ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। একদিকে টাউনসেন্ড ২.১৫ উচ্চতায় লাফ দেন এবং অন্যদিকে ওয়াইস ২.০৬ মিটারের লাফ দেন। নিশাদ এবং ওয়াইস দুজনেই একই উচ্চতায় লাফ দিয়েছিলেন। তবে প্রথম প্রচেষ্টায় নিশাদ ২.০২ মিটার উচ্চতা স্পর্শ করেছিলেন। অন্যদিকে ওয়াইস স্পর্শ করেছিলেন ২ মিটার। সেকারণেই নিশাদের হাতে রুপোর পদক তুলে দেওয়া হয়। এই একই প্রতিযোগিতায় ভারতের রামপাল চাহার পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১.৯৪ মিটার উচ্চতায় লাফ দিয়েছিলেন।

রবিবার দিনটা যেন ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়ানদেরই। গেমসে এল দ্বিতীয় সাফল্য। হাই জাম্পে রুপো জিতলেন নিশাদ কুমার। রুপোর পদক দিয়েই দিনের শুরুটা করেছিলেন প্যাডলার ভাবিনা প্যাটেল। প্যারা অলিম্পিকে আসরে টেবিল টেনিসে দেশকে প্রথমবার পদক এনে দিয়ে ইতিহাস গড়ছেন ভাবিনা।

সকালে ভাবীনার পদকজয়ের পর বিকেলে দেশবাসীকে সুখবর দিলেন নিশাদ। গেমসে হাই জাম্পের টি-৪৭ ফাইনালে ২.০৬ মিটার উচ্চতায় দেশকে রুপো এনে দিলেন তিনি। সেইসঙ্গে এশিয়ান রেকর্ডও গড়লেন দেশের এই প্যারা অলিম্পিয়ান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকায় অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়ে গেল তাঁর। তবে এর জন্য নিশাদের কোনও আক্ষেপ নেই। নিজের এই সাফল্যে বেশ উচ্ছ্বসিত তিনি।

নিশাদ কুমারকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নিশাদ কুমারকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি টুইটে লেখেন,"আরও আনন্দের খবর এসেছে টোকিও থেকে! ভীষণভাবে আনন্দিত যে নিষাদ কুমার পুরুষদের উচ্চ লাফ টি৪৭-এ রৌপ্য পদক জিতেছেন। তিনি একজন অসাধারণ ক্রীড়াবিদ। অসামান্য দক্ষতা এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তাঁকে অভিনন্দন।" প্রসঙ্গত, রবিবারটা যেন ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়ানদেরই। রুপোর পদক জিতেই দিনের শুরুটা করেছিলেন প্যাডলার ভাবীনা বিন প্যাটেল। প্যারালিম্পিক্সে ফের রুপো পেয়েছে ভারত। এবার পদক হাই জাম্পার নিশাদ কুমারের। গেমসে দ্বিতীয় সাফল্য। হাই জাম্পে রুপো জিতেছেন নিশাদ কুমার।

সকলের অংশগ্রহণেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রাপ্য উচ্চতা অর্জন করবে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দেশবাসীর কাছে ক্রীড়াকে উৎসাহ প্রদানের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সকলের অংশগ্রহণেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রাপ্য উচ্চতা অর্জন করতে পারবে ভারত।' বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ দেখেও খুশি প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, 'খেলাধুলার প্রতি তরুণ প্রজন্মের আবেগ মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা।'

ক্রীড়াকে উৎসাহ প্রদানের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

'এই গতি থামতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের। গ্রাম, টাউন ও শহরে আমাদের খেলাধুলার মাঠ অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হবে। শুধুমাত্র সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই, ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রাপ্য উচ্চতা অর্জন করতে পারবে ভারত।' টোকিও অলিম্পিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '৪০ বছর পর এই বছর অলিম্পিকে হকিতে পদক জিতেছি আমরা। আপনারা কল্পনা করুন মেজর ধ্যানচাঁদ কতটা খুশি হতেন। আমরা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। খেলাধুলার প্রতি এই আবেগ মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা।' "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ' বিগত অনেক বছর ধরে "স্বচ্ছতা" র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। এখন, ইন্দোরের মানুষজন তাঁদের শহরকে "ওয়াটার প্লাস সিটি" করার সঙ্কল্প নিয়েছেন। আমাদের দেশে, "ওয়াটার প্লাস" শহরের সংখ্যার সঙ্গেই পরিচ্ছন্নতার উন্নতি হবে।'

মেজর ধ্যানচাঁদকে জন্মবার্ষিকীতে বিরোধী দলনেতার শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মেজর ধ্যানচাঁদকে জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দুবাবু টুইটে লিখেছেন, "আমি হকির সমার্থক ভারতের ক্রীড়া কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা জানাই; মেজর ধ্যানচাঁদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে।" প্রসঙ্গত, ধ্যানচাঁদ (২৯ আগস্ট ১৯০৫ - ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯) একজন ভারতীয় হকি খেলোয়াড় এবং খেলাধুলার ইতিহাসের অন্যতম সেরা হকি খেলোয়াড়। তিনি তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক অর্জনের পাশাপাশি তাঁর অসাধারণ গোল-স্কোরিংয়ের জন্যও পরিচিত ছিলেন, ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালে, ভারত এমন একটি যুগে যেখানে ফিল্ড হকি প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর প্রভাব এই জয়ের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল, যেহেতু ভারত ১৯২৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আটটি অলিম্পিকের মধ্যে সাতটিতে মাঠের হকি ইভেন্ট জিতেছিল। শোনা যায় যে ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক ফাইনালে ৮-১ গোলে জার্মানিকে পরাজিত করার পরে অ্যাডলফ হিটলার তাঁকে জার্মান সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে প্রস্তাব করেছিলেন। ধ্যানচাঁদ অস্বীকার করেছিল।

এশিয় রেকর্ড গড়ে টোকিও গেমসে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতলেন বিনোদ কুমার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি স)। প্যারালিম্পিকে ভারতের তৃতীয় পদকটি রবিবার এসেছে ডিসকাস নিক্ষেপে।

নিশাদ কুমার হাই জাম্পে রুপো জেতার কিছুক্ষণ পরেই ভারতকে চলতি টোকিও প্যারালিম্পিক্স থেকে তৃতীয় পদক এনে দিলেন বিনোদ কুমার। ছেলেদের ডিসকাস থ্রো"র এফ-৫২ বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ১৯.৯১ মিটারের এশিয়ান রেকর্ড গড়ে ব্রোঞ্জ জেতেন বিনোদ কুমার।

রবিবার এশীয় রেকর্ডও ভেঙে দিলেন বিনোদ। ১৯.৯১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিনোদের থ্রো। তাঁর চেয়ে সামান্য বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে (১৯.৯৮ মিটার) রুপো জিতে নিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার সান্দোর ভেলিমির। পোল্যান্ডের কোসেউইচ পিওতর ২০.০২ মিটার ডিসকাস ছুড়ে সোনা জিতে নিয়েছেন।

রবিবার টোকিও প্যারালিম্পিক্সে

স্মরণীয় দিন ভারতের। টেবিল টেনিসে ভাবিনাবেন পটেলের পর হাইজাম্পে পদকল জিতেছেন নিশাদ কুমার। পুরুষদের হাইজাম্পে টি ৪৭ বিভাগে ২.০৬ মিটার লাফিয়ে রুপো জিতে নিয়েছেন নিশাদ। সেই সঙ্গে গড়ে ফেলেছেন এশীয় রেকর্ডও। ১.৯৪ মিটার লাফিয়ে ব্যক্তিগত সেরা ফল করলেও ভারতের আর এক অ্যাথলিট রাম পাল হাইজাম্পে শেষ করলেন পঞ্চম স্থানে। রবিবার হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়াদিবস। সেই দিনই দেশকে গর্বের মুহূর্ত উপহার দিলেন ভাবিনা, নিশাদ ও বিনোদ।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে শুভেচ্ছা বিখ্যাতদের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট(হি.স.): আজ মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন। প্রতিবছর এই দিনটিতেই পালিত হয় জাতীয় ক্রীড়া দিবস। হকির জাদুকরের জন্মদিন ও জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তার জোয়ারে ভাসালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে ভারতীয় হকি দলের সদস্য পিআর শ্রীজেশ, মেয়েদের হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপালরা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, গৌতম গম্ভীর। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর টুইটারে লেখেন, "কিংবদন্তি, অনুপ্রেরণা, আইকন। মেজর ধ্যানচাঁদজিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা ফিট ইন্ডিয়া অ্যাপ চালু করছি।" ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপাল টুইটারে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ও ধ্যানচাঁদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে লেখেন "খেলাধুলা একটি জাতিকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে এবং এই জাতীয় ক্রীড়া দিবসে খেলাধূলাকে আমাদের জীবনের একটি উপায় বানানোর শপথ নেওয়া যাক।"

মহিলা স্ব সহায়ক দলের উৎপাদিত সামগ্রী দিল্লীর বাজারে বিক্রি করার পরামর্শ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ আগস্ট।। রবিবার চড়িলাম আর ডি ব্লকের ছেচরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং রবিবার সকাল ১১ঃ৩০ এ আসেন। উনাকে গাড়ি থেকে নামার পর প্রথমে ছেচরীমাইগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দেবনাথ এছাড়াও পঞ্চায়েতের তরফ থেকে উনাকে ফুলের তোড়া দিয়ে এবং উত্তরিয় দিয়ে বরণ করে নেন। তারপর তিনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি ঘুরে দেখেন অঙ্গনারী সেন্টারের দেখে ছুটে যান। অম্রপলি বাগানসহ ছেচরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়রন ফিলটার প্রোডাকশন সেন্টার এবং শালপাতার মাধ্যমে থালা বানানো জিনিসটিও তিনি দেখেন। সেখান থেকে তিনি যান সিপাহীজলা

জেলার ৮ টি স্ব সহায়ক দলের মহিলা সদস্যরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে স্টল নিয়ে বসেন। স্টল নিয়ে বসা জেলার আটটি মহিলা স্ব সহায়ক দলের প্রতিনিধির সাথে কথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের সাথে কথা বলে তিনি বাঁশ বেত সহ বিভিন্ন হাতের তৈরি জিনিস গুলো দেখে বাজারের চাহিদা কেমন বাজারে মার্কেট আছে কিনা সে সমস্ত বিষয়েও তিনি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সচিবদের সাথে কথা বলেন। ও তিনি বলেন স্ব সহায়ক দলের উৎপাদিত সামগ্রী গুলিকে নিয়ে কিভাবে দিল্লির বাজারে বিক্রি করা যায় শেষ ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। চড়িলাম আর ডি ব্লকের ছেচড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি পিন্টু আইস এছাড়া ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। সবশেষে তিনি ছেচরীমাই পঞ্চায়েতের সামনে পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হন ছেচরীমাই মাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহিলারা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তান ও চিনকে তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাকিস্তানকে আক্রমণ করে রাজনাথ সিং বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। চিনকে তিরস্কার করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, নর্দার্ন সেক্টরে গত বছর সীমান্তে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য একতরফা চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু নতুন উদ্যমতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছে ভারত। সুরক্ষা বাহিনীর প্রশংসা করে রাজনাথ বলেছেন, 'আমাদের সুরক্ষা বাহিনী আবারও প্রমাণ করেছে যে, আমরা যে কোনও সময় ও যে কোনও পরিস্থিতিতে যে কোনও শত্রুর মুখোমুখি হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার ওয়েলিংটনের ডিএসএসসি-তে "জাতীয় নিরাপত্তা দৃষ্টান্ত বদলে প্রতিরক্ষা সংস্কার" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'দু"টি যুদ্ধে পরাজয়ের পর, আমাদের একটি প্রতিবেশী দেশ (পাকিস্তান) প্রক্সি যুদ্ধ অবলম্বন করেছে, সন্ত্রাসবাদ তাঁদের রাষ্ট্রীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসীদের অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতকে টার্গেট করা শুরু করেছে তাঁরা।' রাজনাথ বলেছেন, 'একইভাবে নর্দার্ন সেক্টরে গত বছর সীমান্তে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য একতরফা চেষ্টা করা হয়েছিল। সেখানেও আমরা নতুন উদ্যমতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছি।'

শত্রুমনোভাবাপন্ন দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজনাথ বলেছেন, 'এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে যে, শুধুমাত্র নিজ ভূমিতেই সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাবে না ভারত, প্রয়োজনে শত্রুদের ভূমিতেও সন্ত্রাস দমন অভিযান পরিচালনা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। বর্তমানে যদি যুদ্ধবিরতি (ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে) সফল হয়, তা আমাদের শক্তির জন্যই।' ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর প্রশংসা করে রাজনাথ বলেছেন, 'আমাদের সুরক্ষা বাহিনী আবারও প্রমাণ করেছে যে, আমরা যে কোনও সময় ও যে কোনও পরিস্থিতিতে যে কোনও শত্রুর মুখোমুখি হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।'

ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৩৮ তম বার্ষিক সাধাবণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড এর বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের কর্মচারীদের একাংশের মধ্যেই নানা গুঞ্জন পরিলক্ষিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে একাধিক অভিযোগ উঠে ব্যাংকের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রবিবার ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৩৮ তম বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন, এম ডি ভজন চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

তবে এদিন অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে ছিল চাপা ক্ষোভ। কারণ ব্যাংক বিগত কয়েক বছর ধরে লাভের মুখ দেখতে পারছে না। উপরন্তু ব্যাংকের উপরমহলের দুই-তিনজন মাতব্বর কয়েক লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে প্রচারের জন্য ঢাকঢোল পেটাতে ময়দান মুখী হয়েছেন। সেই আধিকারিকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ইলেকট্রনিক্স প্রচারমাধ্যমকে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সেই অর্থ ব্যয় করার কি মূল্য রয়েছে তা বুঝে উঠতে পারল না ব্যাংকের অধিকাংশ কর্মচারী। কারণ নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থায় চলছে ব্যাংক। উপরন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে কেনইবা মাঠে-ময়দানে দৌড়ঝাঁপ করছেন সেইসব আধিকারিকরা সেটা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।

বিলোনীয়ায় দোকানের তালা ভেঙে রাবার সিট চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ আগস্ট।। এবারে চুরির ঘটনা বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্ত নগর এলাকার হারাধন পালের দোকানে। বাড়ির ওয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে চোরেরা দোকান ঘরের পেছনের দরজার তালা ভেঙে রাবারের সিট নিয়ে চলে যায়। দোকানের মালিক হারাধন পালের কাছ থেকে জানা যায় ১২০০ কেজি রাবারের সিট চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। দোকান ঘরে চুরির ঘটনা টের পায় রবিবার সকালে হারাধন পালের মা। ভোর বেলা ঘরের দরজা খুলে হারাধন পালের মা দেখতে পায়, দোকান ঘরের পেছনের দরজা খোলা। সাথে সাথে ছেলে হারাধনকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। হারাধন ঘুম থেকে উঠে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে দেখে রাবারের সিট নেই। এরপর খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দোকানের মালিক হারাধনের সাথে কথা বলে চুরির মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই চুরির ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য।

তেলিয়ামুড়ায় বিজেপি যুব মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। বিরোধীদলের হাজারো জল্পনা-কল্পনা তুড়ি মেরে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের যুব মোর্চার উদ্যোগে এক কার্যকারিণী সভা অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়ার অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে। রবিবার ১১:৩০ মিঃ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শুরু হয় অনুষ্ঠান।

মূলত রাজ্য কমিটির আদেশ অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রের যুব মোর্চার উদ্যোগে। মূলত এর উদ্দেশ্য হলো দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং যুব মোর্চার যুবকদের মনোবল বৃদ্ধি করা। এরই অঙ্গ হিসেবে মূলত রবিবার তেলিয়ামুড়ার যুব মোর্চার এই কার্যকারিণী বৈঠক। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি তেলিয়ামুড়া যুব মোর্চা সভাপতি কিঙ্কর দেবনাথ, ২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সূত্রধর; তেলিয়ামুড়া মন্ডলের সহ-সভাপতি নীতিন কুমার সাহা; বিজেপি নেতৃত্ব নন্দন রায়; গোপাল বর্মন সহ যুব মোর্চার কার্য কর্তারা।

এদিন প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন তেলিয়ামুড়া যুব মোর্চা মন্ডল সভাপতি কিঙ্কর দেবনাথ।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নেতৃত্ব জানান,প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর রাজ্য কমিটির আদেশ অনুসারে দলের যুব সংগঠনকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে মূলত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মরণ ফাঁদে পরিণত কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের পিএমজিএসওয়াই রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ আগস্ট।। রাজ্যে সরকার পালাবদল হলেও এখনো গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পালাবদল হয়নি।বর্ষাকাল তো দূরের কথা সুকা মৌসুমেও গাড়ি কিংবা বাইক নিয়ে চলাচল তো দুরস্ত ,পায়ে হেঁটে চলাচল করতেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার মানুষের।সমস্যায় পড়েছেন গাড়ী চালক, পথচারী সহ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা।

ঠিক তেমনি উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তবর্তী কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিএমজিএসওয়াই রাস্তাগুলি কৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে।কৃষি জমিতে পরিনত হওয়ায় মরণফাঁদে দাঁড়িয়েছে কদমতলা বিধানসভার ব্লক এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট।মূলত কদমতলা ব্লকের নাকেরডগা থেকে পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বাঘন ঝেরঝেরির বুক চিরে কুর্তি যাওয়ার পিএমজিএসওয়াই রাস্তাটির প্রায় ছয় কিঃমিঃ যায়গা দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল দশায় পরিণত।দপ্তর উদাসীনতা দেখিয়ে কোন ধরনের সংস্কার অথবা মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে না।তাছাড়া উত্তর জেলার সীমান্তবর্তী সবথেকে বৃহৎ বাজার হচ্ছে কদমতলা বাজার। আর সেই বাজারের সাথে উক্ত রাস্তা দিয়ে যোগাযোগের সম্পর্ক রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের। তাছাড়া এই রাস্তা দিয়ে যোগাযোগের সম্পর্ক রয়েছে পার্শবর্তী রাজ্য অসমের সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজনদেরও। প্রতিদিন প্রায় আট থেকে দশ হাজার মানুষের যাতায়াত হয়ে থাকে কৃষি সমতুল্য এই রাস্তা দিয়ে দিয়ে। রাস্তাটির বেহাল দশার ফলে ঘটে থাকে পথ দুর্ঘটনা। উক্ত রাস্তার পাশেই রয়েছে কদমতলা পঞ্চায়েত অফিস, পশু চিকিৎসালয়, বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান।

এদিকে স্কুল ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে পথচলতি জনগণ একহাঁটু কাঁদা জল পেরিয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয়।এলাকার লোকজন কদমতলা পূর্ত দপ্তরকে বারংবার বেহাল সড়কটির বিষয়ে অবগত করলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে কর্ণপাত করছেন না দপ্তরের কর্মকর্তারা।এনিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ।বর্তমান বর্ষা মৌসুমে কৃষি সমতুল্য পিএমজিএসওয়াই রাস্তাটি যদি পূর্ত দপ্তর মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে আগামী দিনে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন এলাকার জনগণ।

পাথারকান্দির তনুশ্রী এখন কলকাতার টিভি সিরিয়ালের শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। পাথারকান্দির তনুশ্রী এখন কলকাতার টিভি সিরিয়ালের শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরার অভিনয় করছে।শুভেচ্ছা বিভিন্ন মহল থেকে। করিমগঞ্জ জেলার পিছলাপড়া পাথারকান্দি সমষ্টির অখ্যাত গ্রাম তিলভুমের মেয়ে তনুশ্রী এখন কলকাতার স্টার জলসা নিবেদিত নতুন ধারাবাহিক শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে।এমন খবরে ব্যাপক খুশি স্থানীয়রা।বছর পঁচিশের মেয়ে তনুশ্রী চক্রবর্তীর জন্মভিটে পাথারকান্দির তিলভূমে হলেও তার বাপ-দাদাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর ত্রিপুরার দেওয়ানপাশা গ্রামে।

এদিকে তিলভুমের নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পড়া শেষ করে তনুশ্রী ভর্তি হয় করিমগঞ্জ এমএমসি স্কুলে।সেখানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে সোজা করিমগঞ্জের রবীন্দ্র সদন কলেজে ভর্তি হয়।সেখান থেকে দু হাজার আঠারো সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ঝুঁকে পড়ে অভিনয় জগতের প্রতি।তখন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক তনুশ্রীর পিতা ছোট মেয়ের আবদার মিটাতে পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে শিলচরের ইচ্ছেডানা আয়োজিত ছয় মাসের এক থিয়েটার কর্মশালায় ভর্তি করে দেন।

আর এতেই ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে তনুশ্রীর।পরে দু হাজার উনিশ সালে মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন নিয়ে আকাশপথে কলকাতায় পাড়ি জমায় তনুশ্রী। খুব অল্প দিনের মধ্যে নিজের অভিনয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেখানকার অনেক পরিচালকদের মন জয় করে নেয়।একসময় কলকাতার জি বাংলার জীবন সাথী ধারাবাহিকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

পরবর্তীতে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অমিত রায়ের পরিচালনায় বাংলা টেলিফিল্ম দৃশ্যাবৃত্তি ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করারও সুযোগ লাভ করে।তাছাড়া সম্প্রতি জনপ্রিয় স্টার জলসার শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করার সুযোগ পায়।বর্তমানে তনুশ্রীর পিতা অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক রূপক চক্রবর্তী করিমগঞ্জের এক ভাড়াটে বাড়িতে স্ত্রী ও এক কন্যা নিয়ে বসবাস করছেন।

তনুশ্রীর কাকু অজয় চক্রবর্তী আজও তিলভুমের বাড়িতে বসবাস করছেন।পেশায় তিনি এখানকার বালুরবন্ধ বাগানের চিকিৎসক।উনার বড়ভাই তথা তনুশ্রী চক্রবর্তীর পিতা রূপক চক্রবর্তী গত দীর্ঘকাল পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের অধীন রসিকনাথ হাইস্কুলে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে বিগত দু হাজার ষোল ইং সনে চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহন করেছিলেন।তনুশ্রীর উত্তরনে ব্যাপক খুশি তার কাকা কাকি বোন সহ এলাকার জনগন।

মহালয়ার পূণ্য লগ্নে ঐতিহ্যবাহী ধর্মনগর কালি মাতার কারুকার্যমণ্ডিত দিঘী উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ আগস্ট।। পার্বত্য ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যটি বর্তমানে ভারতবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। রয়েছে রাজ্যের বুকে বিভিন্ন পূর্ণ স্থান।পার্বত্য রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরের পর দ্বিতীয় শহর অর্থাৎ বাণিজ্য শহর হিসেবে পরিচিত রয়েছে উত্তর জেলার সদর ধর্মনগর শহর। দীর্ঘ বাম শাসনকালে যেমন রাজ্যে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তেমনি উত্তর জেলাকে বরাবরই দি মাতৃসুলভ বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু ২০১৮ সালে রাজ্যে পরিবর্তনগামী বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে যেমন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে, তেমনি উত্তর জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। উত্তর জেলার সদর ধর্মনগরে শত বছরের অধিক স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী টাউন কালী বাড়ি অর্থাৎ বড় কালী বাড়ির দিঘীকে নতুন রূপ দিতে যাচ্ছে বর্তমান উন্নয়নমুখী সরকার। ধর্মনগর শহরের বুকে অবস্থিত প্রায় সাড়ে চার খানির অধিক দিঘীটির চতুর্দিকে ফেন্সিং ও বাউন্ডারি দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। বসানো হবে রকমারি লাইট। করা হচ্ছে কারুকার্যমন্ডিত দিঘী ঘাট। তাছাড়া আকর্ষণীয়ভাবে থাকবে কালি দিঘীর মধ্যবর্তী স্থানে ২১ ফুটের সুবিশাল মহাদেবের মূর্তি। সবকিছুর কাজও প্রায় অন্তিম লগ্নে।

আগামী মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে নতুন রূপে সজ্জিত হতে যাচ্ছে ধর্মনগর বড় কালী বাড়ির দিঘী। স্থানীয়দের মতে এই দিঘীটি ধর্মপ্রাণ দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াতে সক্ষম হবে। অপরদিকে শহরের বুকে বেশকিছু সড়ক প্রসার করা হচ্ছে। যাতে করে শহরের যানজট দেখা না দেয়। এছাড়া বিশ্বকর্মা পুজোর পাক মুহূর্তে শহরের বুকের যতগুলি পোস্ট লাইট রয়েছে ,সেগুলো মেরামতি করে আলোয় সজ্জিত করে তোলা হবে ধর্মনগর শহরকে। এদিকে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ধর্মনগর টাউন কালীবাড়ি অর্থাৎ বড় কালীবাড়ি দিঘীর ফেন্সিং বাউন্ডারি লাইটিং ও সুবিশাল শিবের মূর্তি দিয়ে দিয়ে যেভাবে দিঘীকে নতুন রূপে সজ্জিত করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি ডিএনভি স্কুলের পাশে অবস্থিত ছোট কালী বাড়ির চার খানির উপর দিঘীটিকেও সংস্কার করে চতুর্দিকে ফেন্সিং বাউন্ডারি দিয়ে লাইটিং করে দর্শনার্থীদের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া ধর্মনগর সুপারমার্কেটের কাজ প্রায় শেষ লগ্নে।দুর্গোৎসবের পূর্বেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুষ্ঠভাবে বন্টন করা হবে সুপার মার্কেটের স্টলগুলি। যে সুপার মার্কেট পূর্বে গাঁজা মার্কেট অথবা

সরকারি বিধি না মেনে গবাদি পশু বিকিকিনি থানায় মামলা করল গো জ্ঞান ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট।। দীর্ঘ দিনের পুরনো তেলিয়ামুড়া গরু বাজারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সরকারি নিয়ম বিধি না মেনে গবাদি পশু ক্রয় বিক্রয় এর উপর মামলা করলেন গো জ্ঞান ফাউন্ডেশন। প্রতি সপ্তাহের মতো শুক্রবার ছিল তেলিয়ামুড়ার হাটবার। এই হাট বারের দিনে নেতাজি নগর এলাকায় গরু বাজারে সকাল থেকেই ধুন্ধুমার কান্ড।এইদিন তেলিয়ামুড়ায় বিভিন্ন স্থান থেকে গরু ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজারে ভিড় জমায় দীর্ঘ দিনের পুরাতন এই গরু বাজারে।

জানা যায়, শুক্রবার যখন জমজমাট বাজার চলছিল ঠিক তখনই কবিতা জৈন নামে গো জ্ঞান ফাউন্ডেশন একজন সম্পাদক এবং সুব্রত দাস নামে এক সদস্য তেলিয়ামুড়া গরু বাজারে থানার পুলিশ নিয়ে হাজির হন। গো জ্ঞান ফাউন্ডেশন এর অভিযোগ, এই বাজার টি সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুসারে হচ্ছে না। সরকারি নীতি নির্দেশিকা থাকলেও সবটাই কলাপাতা। নির্দেশ অনুসারে গরু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট শেড ঘর থাকা দরকার। থাকতে হবে চিকিৎসক। গবাদি পশুর জন্য থাকতে হবে পর্যাপ্ত জল ও খাবার।এই সবের কিছুই নেই।সম্পুর্ন অমানবিক ভাবে বাজারে গরু গুলিকে রাখা হচ্ছে। তা ছাড়া গরু গুলিকে যে ভাবে বেআইনি ভাবে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয় তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। পুলিশ মাঝে মাঝে গাড়ি গুলিকে বেআইনি গরু বহন করার অপরাধে ফাইন না করে ওভার লোড ফাইন কেটে সেই গাড়ি গুলিকে ছেড়ে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় গরু গুলিকে এক জায়গায় এবং বাচ্ছা কে অন্য জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। তবে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষের অভিমত, তেলিয়ামুড়ার এই গো-বাজার টি দীর্ঘ দিনের পুরনো বাজার এবং তেলিয়ামুড়ার এগ্রি প্রডিউস মার্কেটিং সোসাইটির অনুমোদনপ্রাপ্ত বাজার। তবে কীভাবে এই বাজার"টিকে ওই পশু প্রেমী সামাজিক সংস্থা অবৈধ বলে আখ্যায়িত করতে পারে?গো জ্ঞান ফাউন্ডেশন একটি পশু প্রেমী সামাজিক সংস্থা। এটি মূলত বিভিন্ন গবাদি পশুদের যেভাবে বহিঃ রাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয় তা যেন বন্ধ করা যায় সেই সম্পর্কে মানুষজনদের মধ্যে সচেতন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই সংস্থা কাজ করে থাকে।

পরবর্তীতে এই সংস্থার পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা করা হয়। এ নিয়ে ওই বাজারে শুরু হয় ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য। কৃষকরা যারা বাজারে গরু ক্রয় বিক্রয় করতে এসেছিলেন তারা নিজেদের গরু নিয়ে বাড়িতে চলে যান।

তাদের অভিমত, এরকম ঘটনায় তাদের পেটে লাথি মারা হয়েছে। পুর বাজারে এ নিয়ে দেখা দিয়েছে ক্রেতা-বিক্রেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে।তাছাড়া এদিন বাজারে উপস্থিত ক্রেতা-বিক্রেতার সহ কৃষকরা এখন প্রশ্ন তুলেছেন , ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন স্থানে গবাদি পশু গুলোকে এক গাড়িতে গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোথায় থাকে ওই সামাজিক সংস্থা ? পুলিশের সামনে দিয়েই গাড়ি বোঝাই করে গরু নিয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কি হবে এদিন মামলা হওয়ার পর তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি গাভিকে থানায় পাকড়াও করে নিয়ে যায়।

তবে এই সংস্থার এক সদস্য জানান, এই সামাজিক সংস্থার মূল উদ্দেশ্য কৃষকদের পেটে লাথি মারা নয়। যারা অবৈধভাবে গো পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হওয়া এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে শুক্রবার তেলিয়ামুড়া হাট বারের দিনে এ ধরনের ঘটনায় গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

রবিবার আগরতলায় লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।